

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

২৭ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 15 October 2026 Thursday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 149



EASTERN REGION
[Under Seva Sankalp Abhiyan]

Bihar • Jharkhand • West Bengal

সেবা ফাস্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ
sficeast.wb.gov.in



আপনার
উদ্ভাবনী ক্ষমতা গড়ে তুলুক
বিকশিত ভারত

আজই রেজিস্টার করুন

#Seva #Innovation #YoungIndia4ViksitBharat

আপনার উদ্ভাবন বদলে দিক সবার জীবন
আজকের উদ্ভাবন • আগামীর রূপায়ণ



রেজিস্ট্রেশনের জন্য
স্ক্যান করুন

ICA-D1611(19)/2026

সব খবর
সত্যি নয়



তাই
সব খবর
আমরা
ছাপি না

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
খবরের দায়বদ্ধতা আমাদের।।



uttarbangasambad.com



পুলিশের বর্বরতার
নিন্দা রাহুলের

১০



ওয়েস্ট ইন্ডিজের আশা
জাগলেন হোপ

১২

২৭ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 15 October 2026 Thursday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbngasambad.in Vol No. 47 Issue No. 149

সাদা চোখে
সাদা কথায়

প্রশ্ন করার
সাহসটুকুও
দেবীপক্ষের
শুভ শক্তি

গৌতম সরকার



উন্নয়নও নতুন জামা পরে পুজোয়। রাজ্য পরিষ্কার হয়, নতুন আলো জ্বলে, পুরোনো বাতি পালটায়। প্রশাসন, পুরস্কার ব্যস্ততা বাড়ে। উন্নয়নেরও যেন ক্যালেন্ডার আছে। পুজোর আগে একটু বেশি তৎপরতা। ভোটের আগে একটু বেশি প্রতিশ্রুতি। সাধারণ সময়ে সেই চেনা মস্তুরতা। এটা ঠিক যে, পুজোয় হোক আর অন্য যখন হোক, রাজ্য মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থায় তো উপকারই হয়।

তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে- এই পরিষেবাগুলি সারা বছর পাওয়া যায় না কেন? লক্ষ্য যদি মানুষের উন্নয়ন হয়, তবে ঢাকের শব্দ বা ভোটের অপেক্ষা কেন? যে রাস্তার গর্ত নিয়ে মানুষ সারা বছর অভিযোগ করেন, তার কথা কেন শুধু পুজোর আগে মনে পড়ে? যে নদীমা বয়ান উপচে পড়ে, তার কি উৎসবের মরশুম ছাড়া অস্তিত্ব থাকে না? যে পাথে বছরভর দুর্ভোগ, সেটাকে কি কেবল প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার আগে মনে পড়ে?

প্রশাসনের কাছে নাগরিকের প্রত্যাশা কি খুব অনুচিত যে, পুজোর মরশুমের এই তৎপরতা যেন সারা

এরপর চারের পাতায়

চতুর্থীতেই হইহই

আজ পঞ্চমী

ভিড় জমল
চতুর্থীর
উদ্বোধনেই

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ অক্টোবর : সবে চতুর্থীর সন্ধ্যা নেমেছে। জলপাইগুড়ি শহরে বড় বড় পুজোমণ্ডপ ছেড়ে ক্যামেরাম্যানরা রাজবাড়িমুখী। কারণ, এদিন উমাকে শাড়ি পরানো হবে। দীর্ঘদিনের রীতি মেনে রাজবধুর হাত থেকে উমার গায়ে উঠল বসন।

কদমতলা, ডিবিসি রোডে অবশ্য সেই পুরোনো চিত্র। টোটো আর মানুষের ঢলে যানজট সন্ধ্যা নামতেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাজ্য চলাচলযোগ্য করার চেষ্টায় ট্রাফিক পুলিশ। সন্ধ্যা একটু গড়াতেই শহরসংলগ্ন পাতকাটা কলোনিতে সাজোসাজো রব। তিরুপতি বালাজি মন্দির আর চারধামের উল্লেখন। তাই দুইদিন আগেই নতুন পোশাকের ভাঁজ ভেঙে পুজো উদ্যোক্তাদের পেছনে মুর্তোফোন হাতে এলাকার মানুষ। সংখ্যাটা অস্বাভাবিক না হলেও কম কিছু নয়। অরিজিং সিংয়ের গানের মতো 'এত আনন্দ আয়োজন' দেখে প্রবীর দত্তের মতো কেউ আবার পুজোর বাজার হাতেই টু মেরে গেলেন পুজোমণ্ডপে। তার কথায়, 'একদিনে রথ দেখা আর কলা বোচা।'

দিশারই, পাভাপাভা, তরুণ দল বা জাগ্রত সংঘে নিজস্বী ভুলতে মায়ের মূর্তির সামনে ভিড় জমাচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। পার্শ্ব বারইয়ের মতো পুজো



মণ্ডপে হাজির উমা। অপেক্ষা শুরু বোধনের। জলপাইগুড়িতে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।



SUBHAM HOSPITAL

বুকে ব্যাথা?

হার্টের সমস্যা নয় তো?

এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন

98005 22229 / 81700 54106

উদ্যোক্তারা কথায় কথায় বললেন, 'প্রকৃত সংখ্যা জানা নেই। সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত হাজারখানেক মানুষ পুজো দেখতে এসেছেন।' চতুর্থীর সন্ধ্যায় ঘুরতে ঘুরতে বামনপাড়ার সবচেয়ে বড় দুর্গা আর আসাম মোড়ের সার্কিট বেক্সের আদলে প্যান্ডেল দেখতে মানুষের যাতায়াত চোখে পড়লেও, কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়ায় কিছুটা নিরাশ হতে হয়েছে তাদের।

বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড়ও ছিল নজরকাড়া। পুলিশের তরফে এখনও শহরে যান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা শুরু না হওয়ায় দিনবাজার এবং বেণ্টনটারি মোড়ে যানজটের

সমস্যা পড়তে হয় সকলকে। তার মধ্যে বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিমা মণ্ডপের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ায় আরও কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রবীণ নাগরিক বিপ্লব ঘোষের কথায়, 'আজ ভেবেছিলাম ফাঁকায় ফাঁকায় কিছু ঠাকুর দেখে নেব। কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা, আজ বেরিয়ে ভুলই করলাম বলেই এখন মনে হচ্ছে।' আলায়ে সেজে উঠেছে মাল শহর। মালবাজার ২ নম্বর ক্যালটেক্স মোড় সর্বজনীন, কলোনি সর্বজনীন সহ বড় পুজোমণ্ডপগুলিতে শেষমুহূর্তের আলোকসজ্জা এবং প্রতিমা ফুটিয়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে।

এরপর চারের পাতায়

মৃতের সম্মানে

কারমা যেন

অ্যান্টিগনি



শমিদীপ দত্ত

মৃত্যুর পর মানুষের আর কোন পরিচয় থাকে? ধর্ম, জাতি, দেশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা- সবই তো মুছে যায়। থেকে যায় শুধু নিখর শরীর। পৃথিবীর যাবতীয় কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন সেই শরীরের পাশে দাঁড়ানোর যদি কেউ না থাকেন, তবে কেমন হয় তাঁর শেষযাত্রা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে গ্রিক সাহিত্যে ফিরে যেতে হয়। সফোক্লিসের অমর সৃষ্টি অ্যান্টিগনি। রাজ্যদেশ অমান্য করে যিনি মৃত ভাইয়ের সৎকার করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তার কাছে মৃতের প্রতি কর্তব্য রাজার নির্দেশের চেয়ে বড় ছিল। সাহিত্যের সেই সৃষ্টির পর শতাব্দী পরিয়ে, দেশ-কাল-ধর্মের সীমানা পার করে উত্তরবঙ্গের এক নারী সেই মানবিকতার অন্য পাঠ লিখে চলেছেন। যার নাম কারমা লামো। পঞ্চমী এসে গিয়েছে। মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবীর চিরন্তন লড়াই

দেখতে তৈরি হচ্ছে পৃথিবী। তখন কারমা লামো যে অসুরের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছেন, তার দশটি মাথা নেই, হাতে অস্ত্র নেই। তার নাম অবহেলা। তার আরেক নাম সামাজিক উদাসীনতা।

মৃত্যুর পরে মানুষকে সম্মানটুকু দিতে সামাজিক বিস্মৃতির বিরুদ্ধে কারমার লড়াই। সালে মিলরিপা প্রিজন্ ট্রান্সফরমেশন প্রোজেক্টে শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারে কাউন্সেলিং করতে গিয়েছিলেন কারমা। সেখানে পরিচয় স্টিফেনের সঙ্গে। নাইজেরিয়ার নাগরিক। মাস চারেক পরে ফের কাউন্সেলিং করতে গিয়ে শুনলেন, স্টিফেন আর নেই। তাঁর দেহ পড়ে আছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মর্গে। পরিবারের কেউ দেহ নিতে আসবেন না। যোগাযোগ করেছিলেন নাইজেরিয়ার হাই কমিশনের সঙ্গে। তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। শেষপর্যন্ত জেলা শাসকের অনুমতি নিয়ে স্টিফেনের দেহের সৎকার

এরপর চারের পাতায়

কারমা লামো যে অসুরের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছেন, তার হাতে অস্ত্র নেই। তার নাম অবহেলা। আরেক নাম সামাজিক উদাসীনতা।



RENAULT TRIBER TCe

100PS



দাম শুরু ₹7.84 লক্ষ* থেকে



625L বুট স্পেস* 21 kmpl ফ্যুয়েল এফিশিয়েন্সি* 7 সিটার ফ্যামিলি কার

*the price mentioned above is the ex-showroom price for the Evolution Turbo variant, and may vary depending on the model/variant and features in the car. all Renault vehicles now come with standard warranty of 3 years or 100 000 km, whichever comes first. #625 litres boot space with 5-seater configuration and 3rd row seats removed. *21kmpl fuel efficiency as certified by Test Agency Under Rule 115 (G) of Central Motor Vehicles Rules 1989. the features mentioned in this advertisement may vary depending on the model/variant and features in the car. corporate / PSU / defence personnel/ government employee / professional benefits applicable on each model are basis eligibility of the customer and based on submission of required proof by the customer. the final price valid will be the one on the date of purchase. for detailed terms and conditions, please visit www.renault.co.in

Renault recommends Castrol

renault.co.in

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671, RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318, RENAULT MALDA Ph: 8527236841, RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645, RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471, RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946, RENAULT BANKURA Ph: 9667215385, RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627, RENAULT BEHRAMPUR Ph: 8527235410, RENAULT BONGAIGAOON Ph: 9582232858, RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447, RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211, RENAULT SINGUR Ph: 9311700650, KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001, RENAULT KHARAGPUR Ph: 9289937557.

সিডেটিভ ড্রাগ আটক

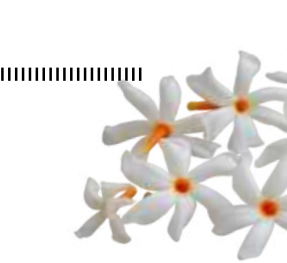
মানিকগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর : পাঁচ লক্ষ টাকার সিডেটিভ ড্রাগস সহ একটি টোটোকে আটক করল মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাত্রে ওই বিপুল পরিমাণ সিডেটিভ ড্রাগস সহ টোটোটি আটক করা হয়। অভিযানের সময় টোটোটালক পালাতে সক্ষম হয়। পুলিশ জানিয়েছে, নেশার কাজে ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশে ওই ট্যাবলেট পাচার করা হচ্ছিল। মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের ওসি জিবি প্রধান জানিয়েছেন, ওই টোটো আটক করে তন্মাত্রালাতেই ১,৬০০ পাতা সিডেটিভ ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

জলাভূমি সংরক্ষণের দাবি

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বুধবার জলাভূমি ভরাট বন্ধ করে তা সংরক্ষণের দাবিতে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জলপাইগুড়ি শাখা। সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিযোগ, খড়িয়া পঞ্চায়েতের শোভাবাড়ির ইটভাটা এলাকায় একটি জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে। ওই জলাভূমিতে প্রতি বছর বহু পরিবারী পাখি আসে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমিটি সংরক্ষণ জরুরি। সংগঠনের তরফে বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী বলেন, ‘জলপাইগুড়ির একাধিক জলাভূমি সংরক্ষণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছি। শোভাবাড়ির জলাভূমিটি সংরক্ষণের দাবিতেই স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।’

সংঘের নির্বাচন

বানারহাট, ১৪ অক্টোবর : পুজোর আগে স্ননির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংঘের নির্বাচনে সাফল্য পেল বিজেপি। বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সংঘের নির্বাচনে বিজেপির ৮ জন মহিলা প্রার্থী এবং শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। জয়ের খবর সামনে আসতেই আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা।



২৮০ বছরে বিশ্বাসবাড়ির পুজো



ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : ময়নাগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ড দেবীগনপাড়ার বিশ্বাসবাড়ির পুজো এবার ২৮০ বছরে পা দিল। পারিবারিক পুজো শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বরুহাটির আদি বাড়িতে। পরস্পরায় পঞ্চম প্রজন্মের হাত ধরে এখন ময়নাগুড়িতে পুজো অনুষ্ঠিত হয় পৌরাণিক রীতি মেনে। পশুবলির প্রথা আগাগোড়াই ছিল না। সন্ধিপুজো সেরে অষ্টমীর পর কলা, আখ ও চালকুমড়া বলি দেওয়া হয়। বিসর্জনের দিনেই সন্ধ্যার পর দেবীর বিসর্জন দেওয়া হয় শহরের জর্দা নদীর ঘাটে। বিসর্জনের পর বাড়ির সকলে মিলে আত্মীয়-পরিজনদের

নেতা যখন ভ্রগার জনপাইগুড়ির ইতিহাস নিয়ে সৈকতের পর্ব

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : রাজনীতিবিদ চেনা অলিঙ্গ, দলীয় সভায় ঝাঁঝালো ভাষণ কিংবা পুরসভার চেয়ারম্যানের সেই ব্যস্ততা, সব 'চারিভ্রহ' এখন অতীত। আশ্বিনের শারদসন্ধ্যায় অন্য ভূমিকায় সৈকত চট্টোপাধ্যায়। হাতে রাজনৈতিক ব্যানার নেই, দলীয় স্লোগানের সুরও নেই, তার বদলে কলারের মাইক এবং পরনে সাধারণ চেক শার্ট। ক্যামেরার সামনে হাজির 'ভ্রগার' সৈকত।

জলপাইগুড়ির প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা এবার তুলে ধরলেন শহরের শেকড়কে। তাঁর নতুন উদ্যোগের নাম ‘জলপাইগুড়ির গর্ব’। সেই ধারাবাহিকের প্রথম পর্বে তিনি পৌঁছে গেলেন ভাটিয়া বিল্ডিং সংলগ্ন মুংশিল্লী চঞ্চল পালের কর্মশালায়। রাজনীতির মঞ্চের মানুষের হঠাৎ ভ্রগিগয়ে হাত পাকানোয় নানা জল্পনা চলল দিনভর। চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া সৈকতের কি এটা কোনও স্টাট? নাকি শহরের রাজনীতিতে ক্রমশ অপাংক্শ্যে হতে থাকায় ভস্মে থাকার মরিয়্য প্রয়াস? যদিও এ বিষয়ে তিনি স্পিকটি নট।

রাজনীতির মঞ্চে যিনি থাকতেন সংবাদের কেন্দ্রে, তিনিই আজ বিনম্র সঞ্চালক ও ভ্রগারের ভূমিকায় শহরের কারিগরদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমে কিছুটা আড়ষ্ট থাকলেও ৮ মিনিট ৫০ সেকেন্ডের ভিডিওর বাকি সময় ছিলেন বেশ সাবলীল। ভিডিওতে দেখা যায়, শুরুতেই দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়দের স্মৃতিচারণা করে জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেন সৈকত। এরপরই তিনি উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন মুংশিল্লী চঞ্চল পালকে। পরিচিত এই মুংশিল্লীর সঙ্গে কথোপকথনের ছলে উঠে আসে নানা গল্প। ঠাকুরদা মুকন্দ পাল এবং বাবা কিংবদন্তি মুংশিল্লী নরেন পালের সেই মাটির শিল্পের ঐতিহ্যকে তিনি একা হাতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর পোষ্ট করা ভিডিওর নীচে গুণগুঞ্জনর রিঅ্যাকশন এবং

কমেন্ট ভরে যায়। শেয়ারও হয় বহু।

একসময়ের প্রভাবশালী নেতা যেভাবে মাটির কাছাকাছি পৌঁছে এক শিল্পীর পারিবারিক সংগ্রাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও তিন পুরুষের ১০৮ বছরের উত্তরাধিকারের কথা তুলে ধরলেন, তা নিয়ে এখন নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে তিনি। রাজনীতিতে ক্ষমতার ওঠা-পড়া কি এই নতুন উদ্যোগের নেপথ্যে। নাকি ক্ষমতার মোহ ছেড়ে জলপাইগুড়ির হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে আলায়ে নিয়ে আসা লক্ষ্য! এই বিষয়ে সৈকতের জবাব, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার বিজনেস প্রোফাইল নেই। তাই ভ্রগারও নয়।



মুংশিল্লী চঞ্চল পালের সঙ্গে আলাপচারিতায় সৈকত। এ নিয়ে এখন চর্চা।

শহরের যে গুণী মানুষরা সেভাবে প্রচারের আলায়ে আসেননি, তাদের কথা তুলে ধরছি। এটা রাজনীতির বিষয় নয়, ইতিহাসকে তুলে ধরা। আগামীতেও কোনও প্রয়োজনভিত্তিক গল্প সামনে তুলে ধরতেই পারি।’

কিন্তু বিরোধী দলের নেতারাও এ নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছেন। শারদোৎসবের মুখে সৈকতের ‘ভ্রগার’ রূপ নিয়ে কংগ্রেস টাউন রক সভাপতি অম্লান মুকী বলেন, ‘ওঁর মনে হয়েছে ভ্রগ করবেন। তাই ব্যক্তিগতভাবে করছেন। সেটা

করে প্রাসঙ্গিক করে তুলতেই এই ধরনের ভিডিও তৈরি করছেন। এই চেষ্টা চালিয়েও প্রাক্তন চেয়ারম্যানের পক্ষে মূলধারার রাজনীতিতে ফিরে আসা সম্ভব নয়।’ বরং রাজনীতি ছেড়ে আইন ব্যবসায় মনোযোগ দেওয়া উচিত বলেই কটাক্ষ করেন সৈকত। বিজেপি মণ্ডল ২-এর সভাপতি অন্ধিতা ছেত্রীর কটাক্ষ, ‘পুরপ্রধানের পদ চলে যাওয়ার পর এখন তিনি প্রায় বেকার। তাই হয়তো নতুন কাজে যুক্ত হতে চাইছেন। উনি চাইলে সরকারি বেকার ভাতার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।’

নিম্নমানের ইউনিফর্ম ফিরিয়ে দিলেন অভিভাবকরা

নাগরকাটা, ১৪ অক্টোবর : পড়ুয়াদের নিম্নমানের ইউনিফর্ম দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে সেই ইউনিফর্ম নিলেনই না অভিভাবকরা। পোশাক সরবরাহের দায়িত্বে থাকা স্ননির্ভর গোষ্ঠীসমূহের ক্লাসটারের প্রতিনিধি এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে অভিভাবকরা তাদের ওই সিক্সতের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ঘটনটি নাগরকাটার গাতিয়া টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ইউনিফর্মের মান যে একবারেই ভালো নয়, তা জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষও।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জু তামাং প্রসাদ বলেন, ‘ইউনিফর্মের কাপড় এবং সেলাই, কোনওটিরই মান ভালো নয়। অভিভাবকরা এমন ইউনিফর্ম দেখে আর নিতে চাননি। বিষয়টি যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’ নাগরকাটার বিডিও সুরত দে বলেন, ‘এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরেই পড়ুয়াদের চলতি বছরের ইউনিফর্ম দেওয়ার কাজ চলছে। ইউনিফর্ম সরবরাহের দায়িত্ব স্ননির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সংশ্লিষ্ট ক্লাসটার বা সংঘের হাতে। গাতিয়া টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। সেখানে এই দায়িত্ব রয়েছে ‘একতা সংঘ’ নামের একটি ক্লাসটারের। সেটির কোঅর্ডিনেটর রেখা বিশ্বকর্মা বলেন, ‘এটা আগের সরকারের আমলের কাপড়। গুণগত মানের ব্যাপারে আমাদের হাত নেই। যেমন কাপড় এসেছে, তা দিয়েই ইউনিফর্ম তৈরি হয়েছে। গাতিয়া চা বাগানের স্কুলটির অভিভাবকরা না নিতে চাওয়ায় ইউনিফর্ম ফেরত নিয়ে এসেছি।’

সাবিনা মাহালি নামে স্কুলের এক অভিভাবক বলেন, ‘এমন ইউনিফর্ম দেওয়ার থেকে না দেওয়াই ভালো।’ সিমরন গুন্ডা নামের আরেক অভিভাবকের কথায়, ‘যে মানের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে, তা কিছুদিন পরেই ছিড়ে যেতে বাধ্য।’ আরেক অভিভাবক অনীতা ওদরাও বলেন, ‘ভালো মানের কাপড় ও যথাযথ সেলাই করে ইউনিফর্ম দেওয়া হোক।’

বাড়ি ফিরে চেনা মেজাজে কৃষক

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বহালতবিয়তে একেই বলে। দেখে বোঝার উপায় নেই, গত পাঁচ মাস তাঁর ওপর দিয়ে বাড়ি গিয়েছে। প্রথমে জনরোষে হামলার ভয়, তারপর প্রেস্তারের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে কেটেছে। সেই তিনি, জলপাইগুড়ির দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ দাস আগের ফর্মে পরোপুরি না হলেও শরীরী ভাষা ও মুখের কথায় ‘ডোন্ট কেয়ার’ ভাব। বংখামালির সাদা প্রাসাদোপম বাড়িটায় আবার ব্যস্ততা। বাড়ির প্রধান প্রবেশপথে আগের মতো সংখ্যায় না হলেও ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন হয়ে গিয়েছেন। পালা করে গেটে ডিউটি করছেন সবসময়। অতিথিদের চা এনে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁদের। কৃষক নিম্নস্ব রিসেপশনিষ্ট পরিষেবাও চালু হয়ে গিয়েছে। কারা কোথা থেকে আসছেন, সেই খবর ভেতরে তাঁর কাছে পৌঁছাচ্ছে বাতর্বিহকের মাধ্যমে। তিনি অনুমতি দিলে তবে দেখা করার সুযোগ।

সাদাবাড়ির ভেতরে আগের সেই সাজানো-গোছানো ড্রয়িং রুমে দরবার বসছে। মাঝে সুদৃশ্য টেবিল। তার ওপর দামি স্মারক রাখা। চারপাশে চেয়ার, সোফা। একদিকে লম্বা আলাদা সোফায় একা হোলান দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দর্শনাধীরের সঙ্গে কথা বলছেন কৃষক। মাথার ওপর মামলার বোঝা। একের পর এক দুর্নীতি, বলপ্রয়োগের অভিযোগ থানায়। এত বিস্ফোভ হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। থানা চত্বরে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে।

এত বাড়ের কোনও প্রতিফলন নেই তাঁর বাড়িতে, তাঁর চেহারায়া। আপাত দৃষ্টিতে খোশমেজাজেই আছেন। নেপথ্য রহস্যটা কী?

সরাসরি ভাঙলেন না। একবার বললেন বটে, ‘দিদির সঙ্গে ছিলাম, দিদির সঙ্গেই থাকব।’ কিন্তু বিজেপিতে যাবেন কি না জিজ্ঞাসা করায় সরাসরি না বললেন না। বরং মন্তব্য করলেন, ‘সময় বলবে।’ সামনে বসে থাকা পুরোনো দলীয় সহকর্মীদের বললেন, ‘আদি বিজেপি কর্মীদের কোনও দোষ নেই। তাঁরা কিছু করেননি।’

বরং তাঁর আক্ৰোশ পুরোনো সতীর্থ ও যারা তাঁর নুন খেয়েছেন-

কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোখমীর ভাষায় অবশ্য, ‘গঙ্গাজলে ডুব দিলেই কেউ পবিত্র হয় না। এতদিন যে অন্যায়-অবিচার মানুষের সঙ্গে করেছিলেন কৃষক দাস, তার বিচার জনগণ করবে।’ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকলেও প্রধান দুটি মামলায় আদালত রক্ষাকবচ দেওয়ার পর গত সোমবার রাতে বাড়ি ফিরেছেন। মঙ্গলবার থেকেই বাড়ি জমজমাট। বাকি মামলাগুলির কী হবে? জনে জনে জিজ্ঞাসা

আশ্বাসের ঘেরাটোপে তৃণমূল নেতা



দীর্ঘদিন পর বারোপাটিয়ায় নিজের বাড়িতে কৃষ দাস। বুধবার।

তাঁদের বিরুদ্ধে। তাঁর ও মেয়ের ওপর হামলায় সেই লোকেরাই দায়ী বলে মন্তব্য করলেন। খুব নিশ্চিত তাঁর গলার স্বর, ‘সময় আসলে ভালো খবরই পাবেন। সবকিছু ভালো হবে। মন্দ কিছু হবে না।’ তবে কি বিজেপিতে ভবিষ্যৎ? জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে গত নির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী কিছুটা সতর্ক। খোয়াশা বজায় রাখলেন।

কৃষকের কথায়, ‘রাজনীতি ছাড়া বাঁচতে পারব না। আগে আদালতের প্রক্রিয়া শেষ হোক। আমাকে রাজনীতির আঙ্গিনাতেই পাবেন।’ কোন দলের হয়ে? সেটা আপাতত উহ্য। বিজেপির রাজ্য

করলেও জেলা পুলিশের কর্তারা সবাই স্পিকটি নট। বুধবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছেন।

সেই আলোচনায় কৃষকে বলতে শোনা গেল, ‘একসময় যাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, সাহায্য করেছিলাম, তাঁরাই নিজেদের বিজেপি পরিচয় দিয়ে আমার বাড়িতে হামলা করেছেন। আমার মেয়েকে থানায় হেনস্তা করেছেন।’ যত কথা এগিয়েছে, তত মনে হয়েছে, কৃষক যেন আশ্বাসের ঘেরাটোপে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছেন। তাই এত নির্বিকারে বাড়ি চলে এসেছেন। এলাকার বিজেপি কর্মীরা কিন্তু মুশী নন।



নিয়ে রাতের খাওয়াদাওয়া সারেন। রাতের মেনুতে থাকে দুই রকমের মাছ, ভাজা ও চাটনি।



বাংলাদেশের ময়মনসিংহ থেকে আসার পর ময়নাগুড়ির এই মন্দিরেই পুজো হয় বিশ্বাসবাড়ির।

পূত্র প্রয়াত অধিকারাজ বিশ্বাস। অধিকারাজ বিশ্বাসের পর পুজো সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করেছেন অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। বর্তমানে অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের ছেলে হিরণ বিশ্বাস পরিবারের সদস্যদের নিয়ে

পুজোর আয়োজন করছেন। এটি বিশ্বাস পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের পুজো।

মহালয়ার দিন থেকেই মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। বোধনের পর থেকেই মূলত পুজোর ক’দিন বাড়িতে নিরামিষ খাওয়াদাওয়া চলে। দেবী বিসর্জনের পর রাতেই হয়

পুজো সামলান হিরণ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী বিজয়া বিশ্বাস। বাড়িট উঠেনেই দেবীর আলাদা মন্দির রয়েছে। সেখানেই পুজো হয়



বরাবর। বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, পারিবারিক সদস্য ও প্রতিবেশীদের নিয়ে পুজোর ক’দিন আরতি প্রতিযোগিতা হয়। তা নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন সকলে। হিরণ বলেন, ‘দশমীর দিন মাকে পাশ্চাত্য ও কচুশাক খাইয়ে বিদায় জানানো হয়।’ স্ত্রী বিজয়ার কথায়, ‘পুজোর ক’দিন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের নিয়ে বেশ ভালো কাটে। পুজোর যাবতীয় সরঞ্জাম সারাবছর ধরে সংরক্ষ করে রাখা হয়।’ পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী পুজো করেন স্থানীয় পুরোহিত সায়ন চক্রবর্তী।



সপরিবার।। রায়কতপাড়া বারোয়ারি দুর্গাপূজা কমিটির প্রতিমা। ছবি: অনীক চৌধুরী

ফেলে দেওয়া সামগ্রীতেই দুর্গা



ফেলনা জিনিস দিয়েও যে অসামান্য শিল্পকর্ম তৈরি করা যায়, তা বারবার প্রমাণ করছেন শিলিগুড়ির গোর। মোড় এলাকার তরুণ রিপন সরকার। পারফিউমের বোতল কিংবা দেশলাই কাঠি— বাতিল সামগ্রী ব্যবহার করে তিনি নিখুঁতভাবে গড়ে তুলছেন একচালা দুর্গা প্রতিমা, যা এবার সকলের নজর কাড়ছে।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : কোনও জিনিসই ফেলনা নয়। ঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানলে সব কিছু দিয়েই তৈরি করা যায় অনন্য শিল্পকর্ম। বারবার একথা প্রমাণ করছেন শিলিগুড়ির গোরামোড় এলাকার বাসিন্দা রিপন সরকার। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনী ২০২১ সাল থেকে বেতাল, স্ট্র, পিচবোর্ড, বোতাম, পুঁতি সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে একচালা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেন। এবছর পারফিউমের বোতল এবং দেশলাই কাঠি দিয়ে দুটো একচালা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছেন বাংলায় স্নাতকোত্তর রিপন।

ছোট থেকেই বিভিন্ন হাতের কাজে পারদর্শী রিপন। ক্রে দিয়ে তৈরি করেছেন বিভিন্ন মডেলও। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। কঠিন এই কাজ নিজে নিজেই শিখেছেন তিনি। কোভিডের সময় দুর্গা প্রতিমা তৈরির শখ জাগে তাঁর। প্রথমবার মাটি দিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছিলেন তিনি। পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুরা খুব প্রশংসা করেছিলেন তাঁর কাজের

তারপর থেকে প্রতি বছর দুর্গা প্রতিমা বানান তিনি। বর্তমানে তাঁর কাছে মোট পাঁচটি দুর্গা মূর্তি রয়েছে।



দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করেছেন রিপন সরকার।

পুজোর সময় মুংশিল্লীদের মতো ব্যস্ত থাকেন রিপন। তবে কোনও পুজো কমিটির জন্য নয়, তিনি নিজের জন্য মায়ের মূর্তি গড়েন। এবার তিনশোটি দেশলাই কাঠি দিয়ে একচালা প্রতিমা তৈরি করেছেন তিনি। আরেকটি প্রতিমা তিনি তৈরি করেছেন পারফিউমের বোতল দিয়ে। রিপন বলেন, ‘ছোটবেলায় আঁকা শিখতাম। তাই

দুর্গা প্রতিমা নিয়ে বেসিক একটা ধারণা ছিল। লকডাউনের সময় খুব ইচ্ছে হয়েছিল মায়ের মূর্তি তৈরি করার। সেই শুরু।’ তিনি আরও বলেন, ‘পুজোর দিনগুলো আমি নিজের তৈরি প্রতিমার সামনে ফুল আর জল দিই। যেসব মূর্তি তৈরি করেছি, সব গুছিয়ে রেখেছি। এখন আমার বাড়িতে মোট পাঁচটি প্রতিমা আছে।’

রিপনের কাজে তাঁর বাবা-মা খুব খুশি। তাঁর বাবা নিখিল সরকার বলেন, ‘ও ছোট থেকেই ক্রান্তির কাজ করতেন ভালোবাসে। তবে ফেলনা জিনিস দিয়ে যে ও এত সুন্দর একটা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করবে, সেটা কোনওদিন ভাবিনি।’ রিপনের মা রূপালির কথা, ‘এখন অনেকেই ছেলের হাতের কাজের প্রশংসা করেন। দুর্গা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই ও এত সুন্দর কাজ করে।’ রিপন চান, তাঁর কাজ যাতে আরও অনেক মানুষ দেখেন। নিজের তৈরি করা মূর্তিগুলো নিয়ে প্রদর্শনী করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, ‘মূর্তিগুলো বাড়িতে সাজানো থাকে। বাড়িতে এলে অতিথিরা আমার কাজ দেখে প্রশংসা করেন। আমি নিজের কাজ আরও অনেক মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই।’

দুর্গা প্রতিমা নিয়ে বেসিক একটা ধারণা ছিল। লকডাউনের সময় খুব ইচ্ছে হয়েছিল মায়ের মূর্তি তৈরি করার। সেই শুরু।’ তিনি আরও বলেন, ‘পুজোর দিনগুলো আমি নিজের তৈরি প্রতিমার সামনে ফুল আর জল দিই। যেসব মূর্তি তৈরি করেছি, সব গুছিয়ে রেখেছি। এখন আমার বাড়িতে মোট পাঁচটি প্রতিমা আছে।’

রিপনের কাজে তাঁর বাবা-মা খুব খুশি। তাঁর বাবা নিখিল সরকার বলেন, ‘ও ছোট থেকেই ক্রান্তির কাজ করতেন ভালোবাসে। তবে ফেলনা জিনিস দিয়ে যে ও এত সুন্দর একটা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করবে, সেটা কোনওদিন ভাবিনি।’ রিপনের মা রূপালির কথা, ‘এখন অনেকেই ছেলের হাতের কাজের প্রশংসা করেন। দুর্গা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই ও এত সুন্দর কাজ করে।’ রিপন চান, তাঁর কাজ যাতে আরও অনেক মানুষ দেখেন। নিজের তৈরি করা মূর্তিগুলো নিয়ে প্রদর্শনী করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, ‘মূর্তিগুলো বাড়িতে সাজানো থাকে। বাড়িতে এলে অতিথিরা আমার কাজ দেখে প্রশংসা করেন। আমি নিজের কাজ আরও অনেক মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই।’

সপুর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষজুড়ে বখন নারীশক্তির জয়গান, তখন ৬৭ বছরে নারীজীবনের অন্ধকার কানাগালিকেই পুজোর থিম করে নজর কাড়তে চাইছে ধূপগুড়ির মিলন সংঘ। শহরের হাসপাতালপাড়ার ক্লাবটির প্রাঙ্গণে বলছে, গত এক দশকে প্রায় প্রতিবারই সরকারি শারদ সন্মানে কোনও না কোনও বিভাগে জেলায় সেরা হয়েছে তারা। এবারও সেই ঐতিহ্য বজায় থাকে কি না, সেটাই প্রশ্ন সবার। পোশাকি নামে ‘মা, আমিও তো নারী’ থিমের পরটোটা জুড়েই থাকছে নারী নিযাতন এবং নারী সম্পাদক রবি দাস বলেন, ‘পুরস্কার পাওয়ার চাইতেও দর্শকমানে ছাপ রেখে যাওয়ার মতো পুজো আয়োজন করা আমাদের লক্ষ্য থাকে। এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না। সেইসঙ্গে সামাজিক সচেতনতা গড়ার কাজে রিপনও চলেবে।’

সাতকাহন।

নয় হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে থাকছে শিল্পী কণ্ঠেশ্বর বর্মনের হাতের জাদুতে গড়া নানা মডেল। ফুটিয়ে তোলা হবে কুমারীরূপে পূজিতা নারীর জয়গান থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে বিক্রি হয়ে যাওয়া নারীর দুর্গতির গল্পগাথা। মহাচতুর্থীতে উদ্বোধনের অপেক্ষায় শেষমুহূর্তের মণ্ডপসজ্জায় ব্যস্ত

সব মিলিয়ে শতাধিক শিল্পী পরিহাজম করছেন মণ্ডপ ফুটিয়ে তুলতে। আলোকসজ্জার দায়িত্বও রয়েছে স্থানীয় শিল্পীদের হাতেই। পথের ওপর আলোকতোরণ সহ থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে হচ্ছে আলোর কাজ। প্রতিমায় অবশ্য সাবেকিয়ানার পথেই হেঁটেছেন উদ্যোক্তারা। ময়নাগুড়ির তরুণ মুংশিল্লী দিগ্বিজয় পাল গড়ছেন সাবেকি দেবীপ্রতিমা। চতুর্থী সন্ধ্যায় পুজো উদ্বোধনে হাজির থাকবেন স্থানীয় সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় সহ বিশিষ্টজনরা। এবার মিলন সংঘ পুজোর দিনগুলিতে চমক হিসেবে হাজির করছে পুরুলিয়ার মাদলের দলকে। পুজোর ক’দিন মাদলের ছন্দে আবহ তৈরি করবে ১৭ জনের দল। তাঁরাও হাজির ধূপগুড়িতে। আয়োজন নিয়ে মিলন সংঘের ক্লাব সম্পাদক রবি দাস বলেন, ‘পুরস্কার পাওয়ার চাইতেও দর্শকমানে ছাপ রেখে যাওয়ার মতো পুজো আয়োজন করা আমাদের লক্ষ্য থাকে। এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না। সেইসঙ্গে সামাজিক সচেতনতা গড়ার কাজে রিপনও চলেবে।’

রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

ঋত-তৃণমূলের পদে

ইস্তুফা সাবিনার

নিউজ ব্যুরো

১৪ অক্টোবর : পুজোর মুখে অস্বস্তি বাড়ল গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের। দলের মহিলা রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। বৃধবার দলের সভাপতি বিপ্লব মিত্রকে চিঠি লিখে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন। শারীরিক ও পারিবারিক কারণে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন সুজাপুরের বিধায়ক। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, ‘সংগঠনের কাজ নতুন করে করতে হলে এখন প্রচুর ছোটোছুটি করতে হবে। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’ সাবিনার ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি নানা ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তার একটি অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকেই সুগার ও প্রেসারের সমস্যায় ভুগছেন তিনি। দলের কাজে সেভাবে ছোটোছুটি করতে পারছেন না, দাবি সাবিনা-ঘনিষ্ঠদের।

এদিকে, সাবিনার এই সিদ্ধান্তের পর পুজোর মুখেই মালদার রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল, কেন এই সিদ্ধান্ত? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এরপর কী?

রাজনৈতিক মহলের মতে, সাবিনা মুখে ব্যক্তিগত কারণের কথা বললেও, এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রাজনৈতিক হিসাব। ঋতরতপন্থী তৃণমূলের সঙ্গে ‘বিজেপির বি টিম’-এর যে তকমা জড়িয়ে গিয়েছে, তা সাবিনার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। তিনি যে এলাকার বিধায়ক, সেখানকার ভোটাররা তাঁর এই পরিচিতিতে খুব একটা ভালো নজরে দেখছেন না। তাই বিজেপির থেকে দূরত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হয়তো তাঁর এই পদক্ষেপ।

সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে রাখা ও তাদের

বক্তব্য, ‘মানুষ ও তৃণমূল কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। আপনারা যাঁরা মানসম্মান খুঁয়ে বিজেপির তৈরি করা দলে রয়েছেন তাঁরা বিবেচনা করুন। ওদের সঙ্গে সর্বাধিক ছয় বা আটজন রয়েছেন। বাকিদের ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছে।’

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসে ফেরার জল্পনাও সামনে এসেছে। তবে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্যে স্পষ্ট, এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত নয়। কংগ্রেসের নেত্রী মৌসম নূরের কথায়, ‘সাবিনা কংগ্রেসে ফেরার আবেদন করেছেন কি না, তা আমি জানি না। তবে তাঁর দিক থেকে তেমন আবেদন এলে প্রদেশ নেতৃত্ব তা খতিয়ে দেখবে।’

কংগ্রেসের মালদা জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী বলেছেন, ‘সাবিনা শুধু আবেদন করেই হবে না, দলের কর্মী-সমর্থকদের মতামত বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

আবার সাবিনা যদি কংগ্রেসে ফিরে আসেন, তাহলে দলের মধ্যে চরম বিচ্ছেদও তৈরি হতে পারে। কংগ্রেসের কালিয়াচক-১ ব্লক কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, ‘কে কী বলছে আমরা জানি না। সাবিনা নিজের সুবিধার জন্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন অনেক আগে। এখন কংগ্রেসে ফিরে আসতে চাইলেও নিচু তলার কর্মীরা তাকে মেনে নেবেন না। তাই আমরা চাই না তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে আসুক।’

যদিও দলবদলের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন সাবিনা। তাঁর দাবি, ‘পদ ছেড়েছি মানে দল ছাড়ছি এমন নয়।’ আর সাবিনার স্বামী মেহবুব আলম বলেছেন, ‘রাজ্য মহিলা সভার নেত্রীর পদ সাবিনা নিতে চাইছিলেন না। প্রায় জোর করেই তাঁকে পদে বসানো হয়েছিল। একটি সাংগঠনিক পদ ধরে রাখার কোনও মানে হয় না।’

টোটোপাড়ায়

তৎপরতা

প্রশাসনের

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৪ অক্টোবর : এই প্রথম টোটোপাড়ায় আসছেন রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী। এই উপলক্ষ্যে টোটোপাড়ার ভদ্রর পরিকাঠামো মেরামত করতে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা তৎপর হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে রাস্তা, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিক রাখতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা ঘনঘন টোটোপাড়ায় এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন কোথায় কী ঘাটতি আছে। প্রশাসনের এই তৎপরতা নিয়ে টোটোপাড়ার বাসিন্দাদের একাংশ বলছেন, কয়েকটা দিন আমরা শহরের পরিষেবা পেতে চলেছি।

টোটোপাড়ার বাসিন্দা প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার ভক্ত টোটোর কথায়, ‘এই প্রথম টোটোপাড়ায় আসছেন রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী। সেইজন্য আমরা খুব আনন্দিত। তবে আমাদের মূল দাবিগুলি যাতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে পারি, সেই সুযোগ করে দিতে প্রশাসনের কাছে আমাদের বিশেষ আর্জি জানাব।’ ভক্ত বলেন, ‘আমাদের জমির সমস্যা আজও মেটেনি। নিজভূমে পরবাসী হয়ে আছি। মাদারিহাটের সঙ্গে টোটোপাড়ার সড়ক যোগাযোগ প্রায় সারাবছরই বেহাল থাকে। এই রাস্তা মেরামতের দাবি জানাব।’ টোটোদের কাইজি (প্রধান পুরোহিত) ইন্দ্ৰজিৎ টোটোর বক্তব্য, ‘আমাদের প্রচুর সমস্যা রয়েছে। সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব। সারাবছর যাতে সরকারি বাস ও স্টুডেন্টস বাস চলাচল করে, সেই দাবিও জানাব।’

স্থানীয় বাসিন্দা সুরেন টোটোর কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ১২০০ ঘর টোটোপাড়ায় দেবেন। আমাদের ৭০০ টোটো পরিবারের ঘর প্রয়োজন। বাকি ঘর কাদের দেবেন জানি না। টোটোপাড়ায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেও শিক্ষক নেই। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও চিকিৎসক নেই। যাতায়াতের রাস্তা ভীষণ খারাপ। জমি থাকলেও আমাদের কার নামে কতটুকু জমি আছে জানি না। এইসব সমস্যা তুলে ধরব। তবে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে প্রশাসনের যে তৎপরতা শুরু হয়েছে, এইরকম তৎপরতা সারাবছর থাকলে আমাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয় না।’

শ্রী

দুর্গাপূজার

শুভেচ্ছা

মা দুর্গার আশীর্বাদে

সকলের জীবন হোক সুখ, সমৃদ্ধি,

শান্তি ও আনন্দময়।

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী নিশীথ প্রামাণিক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

The Honda Joy Fest

এই উৎসবে, ঘরে নিয়ে আসুন হোগা - ঘরে নিয়ে আসুন খুশি

ক্যাশব্যাক
₹10000[#] পর্যন্ত

সর্বনিম্ন ROI
@5.99%*

লোন
100%* পর্যন্ত

লোনের মেয়াদ
60* মাস

নো হাইপোথিকেশন*

অধিক তথ্যের জন্য **7230032200** -নম্বরে একটি মিস কল দিন

ডিলারের বিশদ বিবরণ
জানতে Q&A কেড
জান করুন

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options, and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 30th Nov 2026. *Up to 10% Instant Cashback (₹2000 - ₹10000) is available on all HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank Credit Cards (Tenure 6 months to 24 months). *The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. *The Instant Cashback offer is valid until 30th Nov 2026. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - O3, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122052, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 8900776111; **GANGARAMPUR:** G.D. Honda - 7063593660; **CHANCHAL:** Santosh Honda - 9933479841; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201; Aman Honda - 9679285012; Dishan Honda - 7479012072; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9773015894; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898; Mehi Honda - 9593555111; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RAIGANJ:** Mira Honda - 9749059763; **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427; **ETHELBAR:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555; **HASIMARA:** Kaysons Honda - 9800089052; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 7908766076; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **RATUA:** Paresn Honda - 9382757248; **SAMSI:** Pujja Honda - 9635292872; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

অঙ্কিতা কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে রাহুলের ধন্য

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : উত্তরাখণ্ডের অঙ্কিতা ভাণ্ডারী হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের দাবিতে বুধবার সন্ধ্যাবেলাে দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের লানে ধন্যয় বসেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। অঙ্কিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে এই প্রতিবাদে যোগ দেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধি বদরও। ২০২২ সালের এই মামলায় নাম জড়ানোর অভিযোগে তুলে বিজেপি নেতা দুহাণ্ডকুমার গৌতমকে সিকিমের রাজ্যপাল পদে নিয়োগের বিরোধিতা করেন অঙ্কিতার বাবা-মা। ১৯ বছর বয়সি অঙ্কিতা ছবীকেশের একটি রিসর্টে রিসেপশনিস্টের কাজ করতেন। অভিযোগ, ২০২২ সালে হোটেলের অভিযদিের যৌন সুবিধা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে খুন করা হয়। রিসর্টের মালিক পরিকল্পিত আর্ব সহ ভিনজনের এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এক অজ্ঞাতপরিচয় ‘ভিআইপি’-র বিরুদ্ধে এক্সআইআর দায়ের হওয়ার পর মামলাটি নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়। অঙ্কিতার বাবা-মায়ের দাবি, মামলায় উল্লেখ করা ‘ভিআইপি’ হলেন গৌতম। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও চার্জশিটে তাঁর নাম নেই। সামাজিক মাধ্যমেও রাহুল এবিষয়ে সর্বব হন। এর পালাটা হিসেবে বিজেপির তরফে কংগ্রেস সাংসদ এ বিমল আকৌইজামের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগের প্রসঙ্গ তোলা হয়। চলতি বছর ৯ জানুয়ারি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পঙ্কর সিং ধামি এই মামলায় সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেন। পরে সিবিআই মামলার সমস্ত নথি নিজেদের হেপাজতে নেয়।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতি পদ্মের

ক্রান্তি, ১৪ অক্টোবর : পঞ্চায়েত নিবাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও শেষপর্যন্ত ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড হাতছাড়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের। ১৮টি আসনের মধ্যে ১৬টিতেই জয় পেয়েছিল তৃণমূল। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র দুটি আসন। কিন্তু রাজনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তনে বুধবার ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির নতুন বোর্ড গঠন করল বিজেপি। সভাপতি নিবাচিত হন লজেন্দ্রনাথ রায় এবং সহ সভাপতি হন যোগোশচন্দ্র রায়।

বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অস্বীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিজেপির জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, ‘নতুন বোর্ডের মাধ্যমে ক্রান্তি রক্তের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।’ ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি পৃথান্নর রায়ের অভিযোগ, ‘বিজেপি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করেছে। মানুষ বস দেখছেন।’

সচেতনতা

ওদলাবাড়ি, ১৪ অক্টোবর : হাতির হানায় প্রাণহানি ঠেকাতে বুধবার মাল রুকে বাথ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সওগাঁওতে বন দপ্তরের শিবির হয়। শিবিরে গ্রামবাসীদের সচেতন করার পর হাতির হানায় মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৫ লাখ টাকা ও আহত এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকার সহায়তা দেন অধিকারিকরা। বন দপ্তরের তারফেরার রেঞ্জ অফিসার কল্পনা বর্মন ও মালবাজারের রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী, বিধায়ক শুভ্রা মুন্ডা শিবিরে পক্ষে পড়েছিল আরও একটি দেহ। সেই মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কারমা। এই মানুষগুলোর তো শেষযাত্রাই প্রাপ্য! তাঁদেরও সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানানো যায়। সেই শুরু। পাশে পেলেন ছয় সঙ্গীকে।

তারপর কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা, কার্সিয়াং কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কারমা মাসে অন্তত তিনটি রবিবার শিলিগুড়িতে আসেন। জেলা শাসকের অনুমতি নিয়ে বেওয়ারিশ দেহের সংকলনের ব্যবস্থা করেন। তেমন সংকলনের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রতিটি দেহের সঙ্গে নিশ্চন্দে বিদায় নিয়েছে একটি করে অজানা গল্প। কিছু গল্প কারমার মন থেকে মোছো না।

বছর দুয়েক আগে এক মহিলার দেহ সংকলনের পরে স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে পাওয়া নথি ধরে তাঁর পায়াল গিয়েছিলেন তিনি। জানতে পারেন, মহিলার দুই হেঁড়ে রয়েছে, রয়েছে

আলোর বয়ানে পদ্ম-ত্রিশূল, পুজোর সাজে নয়া আখ্যান

সানি সরকার	
	
শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : সন্ধ্যা নামলেই অন্য রূপ নেয় অযোধ্যার রামপথ। অযোধ্যা জংশন থেকে রাম মন্দিরের দিকে চলে যাওয়া সেই পথের বাতিস্তম্ভে জ্বলে ওঠে পদ্মের আলো, কোথাও হনুমানের গদা। লতা মঙ্গেশকর চক পেরিয়ে সরযুর দিকে এগোলে চোখে পড়ে পদ্মের সঙ্গে ত্রিশূলের নকশা। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার পর অযোধ্যাকে এভাবেই আলোর মালায় সাজিয়েছে সেখানকার নগরনিগম। দূরের অযোধ্যার সেই আলোর ভাষা কি এবার নতুন করে ধরা দিচ্ছে বাংলার পুজোয়? প্রশ্নটা উঠছে চারপাশের দিকে তাকালেই।	

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, বড় শহরের পুজোমণ্ডপের বাইরে এবার চোখে পড়ছে পদ্ম আর ত্রিশূলের আধিপত্য। শিলিগুড়ি শহরের পাড়ায় পাড়ায় বেশকিছু জায়গায় আলোকসজ্জায় জয়গা করে নিয়েছে ত্রিশূল। শহর থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার পথেও



আলোয় সেজেছে কলকাতার রাজপথ। (ডানদিকে) বাগডোগরা উড়ালপুলে তারই প্রতিচ্ছবি।

নিজস্ব ধর্মীয় রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে। বলা যায় পদ্ম বা ত্রিশূল হয়ে উঠেছে মুক্ত চিন্তাধারার প্রতীক। প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী চোখে এই দুই প্রতীকের তাৎপর্য কিছুটা আলাদা। তার কথায়, ‘অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, শুভশক্তির বিজয় ঘোষণার প্রতীক



আলোয় সেজেছে কলকাতার রাজপথ। (ডানদিকে) বাগডোগরা উড়ালপুলে তারই প্রতিচ্ছবি।

শক্তির প্রতীক ত্রিশূল। এই ত্রিশূল দিয়েই মহিষাসুরকে বধ করেছেন দেবী দুর্গা। তাহলে আলোকসজ্জায় পদ্ম এবং ত্রিশূল থাকলে দোষের কোথায়? এতদিন দেখা যায়নি, মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত থাকায়। অবশ্য পুজোর আলোর দুনিয়ায় বদল এসেছে প্রযুক্তির হাত ধরেও।

থিমনির্ভর পুজোয় গত কয়েক বছরে এলইডি বাতি ও অত্যাধুনিক চিপের ব্যবহার বেড়েছে। সেই প্রযুক্তির সাহায্যে আলোর পদার্য ফুটে উঠছে সাম্প্রতিক ঘটনা, চলন্ত ট্রেন কিংবা উড়ন্ত যান। বড় মণ্ডপে দেখা যাচ্ছে ত্রিমাত্রিক দৃশ্য ও চলমান ছবি। এই কারিগরির নেপথ্যে চিনের শিল্পীদের

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা হলে পদ্ম-ত্রিশূলের নকশার পিছনেও কি চিনের হাত?

শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লির এক আলোকশিল্পীর বক্তব্য, ‘চিন ছাড়া এমন চৌখাধানো আলো অসম্ভব। তবে যাবতীয় মডেল গিয়েছে এখান থেকেই। চিনের শিল্পীরা শুধু তৈরি করেছেন।’

অর্থাৎ, প্রযুক্তির হাত ধরে আলোর কারুকাজ পৌঁছে যাচ্ছে নতুন উচ্চতায়। কিন্তু সেই আলোর ভাষা কোথা থেকে আসছে, তার ব্যাখ্যা এক নয়। কারও কাছে পদ্ম-ত্রিশূল ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রকাশ, কারও কাছে শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক, আবার কারও চোখে এর মধ্যে ধরা পড়ছে সময়ের রাজনৈতিক সূর। পুজোর আলো তাই এবার শুধু অন্ধকার দূর করছে না, আলোচনারও জন্ম দিচ্ছে। মণ্ডপের বাইরে, রাস্তার মোড়ে, উড়ালপুলের গায়ে ছড়িয়ে পড়া সেই আলোয় উৎসবের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে সমকালীন বাংলার এক নতুন আখ্যান।



মেলার মাঝে।। বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ দাস।



৪৫৭২৫৮৬৭২ picforubs@gmail.com

বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া ও সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে এক কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়ায়। বিক্ষোভে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বকেও দেখা যায়।

এলাকার কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে কিছু গরিব পরিবারের নাম আবাস প্রকল্পের তালিকা এবং সার্ভে থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও গণেশ সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। এদিন বিক্ষোভকারী স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগ, প্রথম তালিকায় নাম মঞ্জুর হয়েছিল বলে জানানো হলেও পরে বাড়ি বাড়ি সার্ভের সময় তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। বিক্ষোভে উপস্থিত বিজেপি মণ্ডল ৪-এর সহ সভাপতি দীপঙ্কর

দত্তের অভিযোগ, ‘প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সন্ধ্যা থেকে এই বুথের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে।’

অন্যদিকে, অভিযোগ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়ায়। বিক্ষোভে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বকেও দেখা যায়। এলাকার কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে কিছু গরিব পরিবারের নাম আবাস প্রকল্পের তালিকা এবং সার্ভে থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও গণেশ সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। এদিন বিক্ষোভকারী স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগ, প্রথম তালিকায় নাম মঞ্জুর হয়েছিল বলে জানানো হলেও পরে বাড়ি বাড়ি সার্ভের সময় তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। বিক্ষোভে উপস্থিত বিজেপি মণ্ডল ৪-এর সহ সভাপতি দীপঙ্কর

তিনি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তদন্ত করা হোক। কুৎসা করা ঠিক নয়।’

দত্তের অভিযোগ, ‘প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সন্ধ্যা থেকে এই বুথের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে।’

অন্যদিকে, অভিযোগ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়ায়। বিক্ষোভে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বকেও দেখা যায়।

এলাকার কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে কিছু গরিব পরিবারের নাম আবাস প্রকল্পের তালিকা এবং সার্ভে থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও গণেশ সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। এদিন বিক্ষোভকারী স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগ, প্রথম তালিকায় নাম মঞ্জুর হয়েছিল বলে জানানো হলেও পরে বাড়ি বাড়ি সার্ভের সময় তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। বিক্ষোভে উপস্থিত বিজেপি মণ্ডল ৪-এর সহ সভাপতি দীপঙ্কর

তিনি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তদন্ত করা হোক। কুৎসা করা ঠিক নয়।’

দত্তের অভিযোগ, ‘প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সন্ধ্যা থেকে এই বুথের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে।’

অন্যদিকে, অভিযোগ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়ায়। বিক্ষোভে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বকেও দেখা যায়।

এলাকার কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে কিছু গরিব পরিবারের নাম আবাস প্রকল্পের তালিকা এবং সার্ভে থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও গণেশ সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। এদিন বিক্ষোভকারী স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগ, প্রথম তালিকায় নাম মঞ্জুর হয়েছিল বলে জানানো হলেও পরে বাড়ি বাড়ি সার্ভের সময় তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। বিক্ষোভে উপস্থিত বিজেপি মণ্ডল ৪-এর সহ সভাপতি দীপঙ্কর

তিনি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তদন্ত করা হোক। কুৎসা করা ঠিক নয়।’

ভিড় জমল

প্রথম পাতার পর শেষমুহুর্তে কেনাকাটাতেও ভিড় ছিল শহরের স্টেশন রোড, ১৭ নম্বর বাজার সড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং বাজার রোড এলাকা। সুভাষ মোড় সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী মুময় সাহা বলেন, ‘উৎসবের মুখে ব্যবসায় বিক্রি বেড়েছে। শহরের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকার মানুষজন পুজোর কেনাকাটার জন্যে।’

চতুর্থীর সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ির দুটি পুজোমণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। শহরের পুরোনো বাজারে জাগুতি সংখের পুজোমণ্ডপ উদ্বোধন করেন পাঁচজন কৃষিজীবী। তাঁদের সকলকে পুজো কমিটির তরফে স্বর্ঘ্বনা দেওয়া হয়। আপ্তত উদ্বোধকদের চোখ তখন ছলছল করছিল। হারাধন সরকার, গণেশ রায় বললেন, এমন ধরনের অনুভূতি একেবারেই নতুন। জাগুতি সংখের পুজো কমিটির সম্পাদক শুভেন্দু গুহ বলেন, ‘আমরা আগাগোড়াই এই

শিল্পে বিশেষজ্ঞ এই মানুষটির হাতেই ধীরে ধীরে মুমূষী হয়ে উঠছেন উমা। প্রতিবার নকশা একেছেন ভারতীয় শিল্পী সৌরভ চক্রবর্তী। ভারতীয় ভাবনা আর মেক্সিকান শিল্পীর

মায়ের রূপ। ভাবলে অবাক লাগে! যে দেবীকে ঘিরে আমাদের শৈশব, আমাদের স্মৃতি, আমাদের আবেগ—তাকেই গড়ে তুললেন এমন একজন মানুষ, যার কাছে দুর্গাপুজোর শিকড় আমাদের মতো করে প্রোথিত নয়। অথচ শিল্পের ভাষা তো আলাদা করে শেখাতে হয় না। মাটির বুকে আঙুলের ছোঁয়ায় যখন মায়ের মুখ ফুটে ওঠে, তখন মনে হয়, ভালোবাসা আর সৃষ্টির কোনও দেশ

হয় না। প্রতিমা তৈরি হলেই অবশ্য আমাদের কাজ শেষ নয়। মায়ের গায়ে বং লাগানো, শাড়ি পরানো, গয়নায় সাজিয়ে তোলা—সবই আমরা নিজেদের হাতে করি। এবারের গয়না এসেছে ভারত থেকে। সুমিত ক্রিশ্বেশনের তৈরি অলংকারে মাকে সাজিয়ে তোলার সময় মনে হয়, দেশের মাটি থেকে যেন একটি একটি করে বং, গন্ধ আর স্মৃতি তুলে এনে পরিয়ে দিচ্ছি তাঁর গায়ে। পুজোর দিন সকাল থেকে থাকবে

সৃজনশীলতা মিলেমিশে তৈরি হচ্ছে মায়ের রূপ। ভাবলে অবাক লাগে! যে দেবীকে ঘিরে আমাদের শৈশব, আমাদের স্মৃতি, আমাদের আবেগ—তাকেই গড়ে তুললেন এমন একজন মানুষ, যার কাছে দুর্গাপুজোর শিকড় আমাদের মতো করে প্রোথিত নয়। অথচ শিল্পের ভাষা তো আলাদা করে শেখাতে হয় না। মাটির বুকে আঙুলের ছোঁয়ায় যখন মায়ের মুখ ফুটে ওঠে, তখন মনে হয়, ভালোবাসা আর সৃষ্টির কোনও দেশ

সাহসটুকুও দেবীপক্ষের শুভ শক্তি

প্রথম পাতার পর বছর বজায় থাকে। শিলিগুড়ির অদূরে কাওয়াখালিতে ক’দিন ধরে আলোয় আলো। প্রাকপুজোর সরকারি অনুষ্ঠান। কাওয়াখালির কাছে তরুণ কর্মকারের কিন্তু জীবনে আধারই। কয়েক বছর ধরে চাকরির পরীক্ষা দিয়েই চলেছেন। বাড়ির লোক প্রশ্ন করেন- চাকরিটা কবে হবে? বন্ধুরা ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন, তোর কিছু হল রে?

শুনতে শুনতে তরুণ নিজেকে প্রশ্ন করেন- চারদিকে এত অনিশ্চয়তা কেন? পুজোয় এবার তরুণের নতুন জামা কেনার খুব শখ। কিন্তু বাজারের দাম আর পকেটের হিসাব মেলাতে গিয়ে সেই ইচ্ছেটারও ইন্টারভিউ হয়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত জামা কেনা হবে কি না, তা নির্ভর করে পরিবারের সততা এবং নাগরিকের সচেতনতা। বাস্তবে সেই জয় নিশ্চিত করতে লাগে তদন্ত, আইন, আদালত, প্রশাসনিক সততা এবং নাগরিকের সচেতনতা।

শুধু মণ্ডপে ধ্বনুটি নাচলেই অনায়াস পালিয়ে যায় না। অনায়াসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসটা থাকা দরকার। দুর্গার আগমন মানে শুধু ঢাকের বাদী নয়, শুভ শক্তির জয়ের প্রত্যাশাও বটে। সমাজে কখনো-কখনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য খোঁজা বেশি জরুরি হয়ে ওঠে। সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যাটি কে বলছেন, সেটা আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে।

বাস্তবের মহিষাসুর হয়তো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অভিযোগ অস্বীকার করেন, পালাটা অভিযোগ করেন আর শেষে বলেন- বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এও সত্যি যে, মানুষের জীবন শুধু সমস্যা দিয়ে তৈরি নয়। বং আছে প্রশ্রম, স্বহর্মমিতা, উদ্যোগ আর ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি। কন্যা বা ধসের সময় মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়ায়। ধর্মান

মানুষের কাছে প্রকৃতি কখনো কখনো কঠিন পরীক্ষা নিয়ে আসে। কথায় রাস্তায় ধস নামে। যোগাযোগ বাহ্যত হয়। অতিবৃষ্টিতে নদীর জল বাড়ে, নীচ এলাকা প্রাণিত হয়। তিস্তা-সুখহরের ভাঙন-বন্যায় জীবন-জীবিকার সর্বনাশ হয়। জমি হারায়, বাসস্থান নশিচ্ছ হয়।

আমরা মণ্ডপে কৃত্রিম পাহাড় বানাই, নদীর দৃশ্য তৈরি করি। অথচ বাস্তবের পাহাড়ি রাস্তা আর নদীপাড়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা ভুলে যাই। থিমের পাহাড় খুব সুন্দর। অথচ পাহাড়ের বাসিন্দাদের জীবন নিরাপদ করাটো যে শিল্প, তা মনে রাখি না। অসুর বধের গল্পে শেষপর্যন্ত শুভ শক্তির জয় হয়।

শুধু মণ্ডপে ধ্বনুটি নাচলেই অনায়াস পালিয়ে যায় না। অনায়াসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসটা থাকা দরকার। দুর্গার আগমন মানে শুধু ঢাকের বাদী নয়, শুভ শক্তির জয়ের প্রত্যাশাও বটে। সমাজে কখনো-কখনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য খোঁজা বেশি জরুরি হয়ে ওঠে। সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যাটি কে বলছেন, সেটা আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে।

বাস্তবের মহিষাসুর হয়তো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অভিযোগ অস্বীকার করেন, পালাটা অভিযোগ করেন আর শেষে বলেন- বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এও সত্যি যে, মানুষের জীবন শুধু সমস্যা দিয়ে তৈরি নয়। বং আছে প্রশ্রম, স্বহর্মমিতা, উদ্যোগ আর ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি। কন্যা বা ধসের সময় মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়ায়। ধর্মান

ওঠে- মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য...’ এইসব মানুষের মধ্যে শুভ শক্তির আঁস থাকে। শুভ শক্তি মানে শুধু বড় নেতা, বড় মঞ্চ, ভোঁটমুখী দল বা বড় ব্যক্তি নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চারণ, নিজের দায়িত্ব পালন, দুর্বলের পাশে দাঁড়ানো, সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা দাবি ইত্যাদিও শুভ শক্তির কাজ। প্রশ্ন করলে পাশে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনার অধিকারগুলির শক্তিশালী হওয়া তো শুভশক্তি। পুজোর আনন্দে আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই আনন্দে যদি সামাজিক দায়িত্বের জায়গা রাখা যায়, তাহলে ক্ষতি কী?

পুজো কমিটি চাইলে স্থানীয় কোনও দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারে। প্রাস্তিকের ব্যবহার কমালে, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের দিকে নজর দিতে পারবে। ভোটপ্রত্যাশী মলগুলির কাছে মানুষের প্রত্যাশা হওয়া উচিত-উৎসবে শুধু শুভতোলা নয়, কাজের হিসাব চাই। প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের মিল চাই। মণ্ডপে প্রতিমার উচ্চতা বা আলোর বলকানি দেখে মুগ্ধ হওয়ার সময় আসুন ভাবি, কতগুলি পরিবার পুজোর রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে? কতজন তরুণ ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী?

কিবা কতজন মানুষ নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলার সাহস পাচ্ছেন? প্রশ্নগুলির উত্তর একদিনে লিখে না। কিন্তু প্রশ্ন করা মানে যে পরিবর্তনের শুরু। মানুষের বিশ্বাসে শুভ শক্তির প্রতীক দুর্গা। তিনি আসুন। কিন্তু শুধু প্রতিমায় নয়, মানুষের বিবেকে আসুন। শুধু সোলায় নয়, ন্যায়বিচারে আসুন। শুধু উৎসবে নয়, সাধা বছরের জীবনে আসুন।



AdPerMa
(A subsidiary of Haldia Petrochemicals Limited)

ধন্যবাদ!

ভারতবর্ষের
কেমিক্যাল শিল্পোন্নয়নে
এক নতুন অধ্যায়ের
সূচনা হলদিয়ায়



প্রধান অতিথি **শ্রী শুভেন্দু অধিকারী**
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ভারতের সর্ববৃহৎ ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদন কেন্দ্র অ্যাডপার্মা-র নতুন প্লান্ট-এর শুভ উদ্বোধন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী-র প্রতি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

ভারতের স্পেশালিটি কেমিক্যাল শিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে অ্যাডপার্মা নিয়ে এসেছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টিগ্রেটেড উৎপাদন পরিকাঠামো এবং নতুন উৎপাদন শিল্পের দিশা, যা আমাদের দেশের কেমিক্যাল শিল্পের বিকাশে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।



স্পেশালিটি কেমিক্যাল শিল্পে ভারতের ভবিষ্যৎ এখানেই

সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ

শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত
অর্থমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী তাপস রায়
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী অর্জুন সিং
শ্রম ও পরিবহন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী
তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী দীপক বর্মণ
বিদ্যালয় শিক্ষা, আবাসন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) এবং বস্ত্র মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী সৌমেন্দু অধিকারী
সাংসদ - কাঁথি লোকসভা

শ্রীমতী জুন মালিয়া
সাংসদ - মেদিনীপুর লোকসভা

শ্রীমতী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী শান্তনু প্রামাণিক
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী অশোক দিন্দা
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ হরেকৃষ্ণ বেরা
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী অরূপ কুমার দাস
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী দীপঙ্কর জানা
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী উমেশ রাই
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী প্রদীপ কুমার বিজলী
বিধায়ক - হলদিয়া

শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী
বিধায়ক - এগরা

শ্রী সুভাষচন্দ্র পাঁজা
বিধায়ক - মহিষাদল

শ্রী সুব্রত মাইতি
বিধায়ক - পাঁশকুড়া পূর্ব

হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর | ১৪ অক্টোবর, ২০২৬

শুঁড় ও পেটে পোড়া দাগে প্রশ্ন

ধানখেতে হাতির দেহ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ অক্টোবর : ধানখেত থেকে বুধবার উদ্ধার হল একটি হাতির দেহ। এদিন ভোরে বুনাটির মৃত্যু ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ায় নাগরাকাটার স্থানি বস্তির চারোয়া লাইনে। মৃত মর্দা হাতিটির বয়স আনুমানিক ৭-১০ বছর। সেটির শুঁড় ও পেটে পোড়া দাগের চিহ্নও পেয়েছে বন দপ্তর। পাশাপাশি দেহের একাংশে ধাতব সর্ক তার প্যাচানো ছিল। ফলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বুনাটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও বন দপ্তর জানাচ্ছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। চলতি ধানের মরশুমে ডুর্যর্সে পরপর চারটি হাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে একদিনে তিনটি হাতির মৃত্যু হয়।

বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার উত্তরবঙ্গজুড়ে অবৈধভাবে বৈদ্যুতিক তারের ফেলিং ব্যবহার না করা নিয়ে প্রচার ও সচেতনতা চলেছে। কিন্তু এদিন হাতিটির মৃত্যুর জন্য ফেলিং দায়ী কি না সেই প্রশ্ন ফের উঠল।



ধানখেতে পড়ে হাতির নিখর দেহ। বুধবার নাগরাকাটার চারোয়া লাইনে।

ফেলিং-এর জন্য হাতিদের মৃত্যু হচ্ছে, সেখানে আইন অনুসারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি যে বাড়ি থেকে

বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে ফেলিং করা হবে, সেই বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগও যাতে বিচ্ছিন্নই করে দেওয়া হয় সেই প্রস্তাবও ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বর্টন কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়েছে। এদিন খবর পেয়ে স্থানি বস্তুতে আসেন বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সাম্য রায়,

ভুটিয়া, জলপাইগুড়ির ডিএফও জিজু জেসপার। প্রাথমিক তদন্তে বন দপ্তরের অনুমান, হয়তো খেতের ধান বাঁচাতে কেউ বা কারা জমির চারপাশে ফেলিং-এর তার বসিয়েছিলেন। হাতিটি ধানখেতে নামতে যেতেই বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে আসে ও মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরেই ওই এলাকায় প্রতি সন্ধ্যায় জলঢাকার জঙ্গল থেকে হাতির পাল ঢুকছিল। বিহার পর বিহার ধান সাবাড় করে হাতি। মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেও গ্রামে হাতি ঢোকে।

তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কারও দেখা মেলে না। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'বারবার শুনতে হয় তারা অন্য জায়গায় হাতি তাড়াতে ব্যস্ত।' এদিকে, সম্প্রতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ডুর্যর্সে যে চারটি হাতির মৃত্যু হয় বস্তা, জলদাপাড়া, রাজগঞ্জের মতো এলাকায়। বারবার এই ঘটনায় উদ্ভিগ্ন পরিবেশশ্রেমীরাও। ন্যাক-এর মুখপাত্র অনিমেব বসুর মতে, ঘটনা রুখতে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

চালসা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল সহ অন্য বনকর্মীরা। সরেজমিনে তদন্ত করতে পৌঁছান মুখ্য বনপাল (উত্তর মণ্ডল) টিটি

রাস্তার ধারে চিতাবাঘ

চালসা, ১৪ অক্টোবর : গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশের চা বাগানে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে চিতাবাঘ। বাইকের হেডলাইটের আলোয় ক্যামেরাবন্দি হওয়া সেই দৃশ্যের ভিডিও ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। যদিও ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভিডিও ছড়াতেই পুজোর মুখে আতঙ্ক ছড়াল মেটেলি রকের পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকার কয়েকজন তরুণ বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাতাবাড়ি চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনের কাছে আসতেই বাইকের হেডলাইটের আলোয় রাস্তার ধারে বোপের আড়ালে কিছু একটা নড়তে দেখেন তারা। ভালো করে লক্ষ্য করতই বোবোন, একটি চিতাবাঘ চা গাছের ফাঁকে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। আচমকা চিতাবাঘ দেখে আতঙ্কে বাইক থামিয়ে দেন তারা। তরুণদের মধ্যে একজন রেজাউল আলম জানান, চিতাবাঘটি দীর্ঘক্ষণ চা বাগানের মধ্যে একই জায়গায় বসেছিল। বাইকের আলো পড়তেই চোখ দুটো জলজ্বল করছিল। দেখে মনে হচ্ছিল শাবক। সাহস করে ওই তরুণরাই মোবাইল ফোনে চিতাবাঘটির ভিডিও করেন। কিছুক্ষণ পর চিতাবাঘটি ধীরে ধীরে উঠে চা বাগানের আরও গভীরে ঢুকে গেলে বাকিরা গন্তব্যে পৌঁছেন। বনকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছেন বলেও জানা গিয়েছে।



চতুর্থীর বিকেলে মণ্ডপের পথে। বুধবার মালবাজারে সোমনাথ দত্তের ক্যামেরায়।

দায়িত্ব গ্রহণ

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : জলপাইগুড়ির ডিপিএসসির চেয়ারম্যান পদে বসলেন ধীরাজমোহন ঘোষ। বিগত দিনে ডিপিএসসিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রসঙ্গে বুধবার দায়িত্ব নিয়ে তিনি বলেন, 'সরকারি নিয়ম ও আইনের বাইরে যদি কিছু হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখা হবে।' প্রাইমারি স্কুলগুলির ক্ষেত্রে কোথাও পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে, আবার কোথাও দেখা যায় অধিক পড়ুয়া। চেয়ারম্যান বলেন, 'বেশ কিছু বিদ্যালয়ে অভিরিক্ত পড়ুয়া ভর্তি নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে যাতে সুযম বন্টন হয়, সেই

বিষয়টিও দেখা হবে।' বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ধীরাজমোহন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) নিলয়কান্তি ঘোষরা চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা জানান।

বকেয়া

রাজগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সরকারি কাজ করে টাকা না পাওয়ায় বিপদে পড়েছেন ক্যামেরার কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার প্রসেনজিৎ বাড়ই। সমস্ত ঘটনা বুধবার রাজগঞ্জের বিডিও-কে লিখিতভাবে জানিয়েছেন তিনি।

প্রসেনজিৎ বলেন, '২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কাজের টাকা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও না পাওয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে কাজ করব না বলে জানিয়ে দিই তৎকালীন বিডিও-কে। বিডিও বিধানসভা নির্বাচনে ক্যামেরাম্যানদের টাকা ভোটার ১৫ দিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের বাকি ৪০ শতাংশ এবং বিধানসভা নির্বাচনের টাকা এখনও পাইনি।' প্রায় ১০০ জনকে কাজে লাগিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ। রাজগঞ্জের বিডিও শুভস্কর দাস বলেন, 'লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

বিচাভান্সায় আগমনীর সুর



লাটাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : চারদিকে নিস্তরু অরণ্য। গাছের ফাঁক গলে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে রোদ্দুর। কান পাতলেই শোনা যায় নানা পাখির ডাক। সেই জঙ্গলের বুক চিরে মাঝেমাঝেই হেলেদুলে বেরিয়ে আসে বুনা হাতির পাল। প্রকৃতির এমন বন্য ও আদিম রূপের মাঝেই এবার বেজে উঠেছে আগমনীর সুর। ডুর্যর্সের বিচাভান্সায় এখন জোরকদমে চলছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি।

বনকর্মী ও বনবিস্তারীদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজো এবার ২২ বছরে পা দিল। বনকর্মী, তাদের পরিবার এবং সরস্বতী ও বিচাভান্সা বনবিস্তার বাসিন্দারাই এই উৎসবের মূল কারিগর। তাদের পাশাপাশি পুজোর আনন্দে शामिल হন ডুর্যর্সে বেড়াতে আসা পর্যটকরাও। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের সাউথ রেঞ্জের

অফিস চত্বরেই রয়েছে পুজোর স্থায়ী মণ্ডপ। সেখানে প্যান্ডেল তৈরির কাজ প্রায় শেষের মুখে। গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই পুজো চলে আসছে। পঞ্চমীর দিন জলপাইগুড়ি থেকে প্রতিমা আনা হবে। বনকর্মী ও বনবিস্তারীরাই পুজোর করেন।' বিচাভান্সার এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হল প্রসাদ বিতরণের অভিনব রীতি। এখানে প্রসাদ দেওয়া হয় 'মেচিয়া' পাতায়। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে এই পাতা প্রচুর মেলে। আকারে ছোট, পাঁচ থেকে সাত ইঞ্চি লম্বা হলদে-সবুজ রঙের এই পাতাটিকে অনেকেরই প্রথমে কচুপাতা বলে ভুল করেন। তবে এই পুজোয় মেচিয়া পাতার ব্যবহার উৎসবকে একটি নিজস্ব পরিচিতি দিয়েছে। বনবিস্তার বাসিন্দা মালতী কোড়ার কথায়, 'আমাদের আশপাশের বনবিস্তার মানুষের কাছে এই পুজো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারাবছর আমরা এই দিনগুলির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। বনকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একসঙ্গে পুজোয় অংশ নিতে পারাটা আমাদের কাছে আনন্দের।'

সীমান্তের পাঁচিল টপকে মিলনের পুজো

নাগরাকাটা, ১৪ অক্টোবর : এখানে পুজো মানে দু'দেশের মিলন উৎসব। বন্ধুত্বের শক্ত বর্ধন আরও একটু পোক্ত করে নেওয়া। এই পুজো দেখতে শুধু প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দারা পাহাড়ি ঢালের আঁকাবাঁকা পথ বেয়েই নেমে আসেন না, তাতে शामिल হন স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে। এমনকি দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে অঞ্জলিও দিতে দেখা যায় তাদের। সব মিলিয়ে জিতি চা বাগানের পুজো যেন আক্ষরিক অর্থেই আন্তর্জাতিক। কলেবারে ছোট হলেও জিতির এই পুজো এবার ২২ বছরে পা দিল। জিতি চা বাগানের পোপালা লাইনে ২০০৫ সালে কয়েকজন বাসিন্দার উদ্যোগে শুরু হয়েছিল সিংহবাহিনীর আরাধনা। শ্রমিক মহল্লার ছোট সবুজ মাঠে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। মাঠের পাশের সরু রাস্তা একসময় সোজা চলে যেত ভূটানের দিকে। পা বাড়ালেই বিদেশের মাটিতে পৌঁছে যাওয়া যেত।

এখন সেই পথ এসে থমকে গিয়েছে সীমান্তের পাঁচিলে। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। পরে যাতায়াত শুরু হলেও সীমান্তে পাঁচিল তৈরি হওয়ায় বদলে গিয়েছে পুরোনো ছবি। পুজো কমিটির সম্পাদক অমরনাথ গুপ্তা বলেন, 'ভূটানের বন্ধুদের এবারও নিমন্ত্রণ করেছি। ওরা আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।' আর এক সম্পাদক ধনবাহাদুর মঙ্গর জানান, আগে ভূটানের বাসিন্দারা চাঁদা দিয়ে সহযোগিতা করতেন। এখন সীমান্তের পরিস্থিতির কারণে সেই সুযোগ আর নেই। ভূটানের শিবচু, গোলা, চারঘোরে, চ্যাংমারি, গাটিয়া, টেডু, বিরু, গুমোনি থেকে সামটি জেলা সদর এবং বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদের মানুষ এই পুজোয় আসেন। স্থানীয় দোকানি মমতা মিজের কথায়, পুজোর ক'টা দিন নিরিবিলাি এলাকাটাই আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। ভূটানের বাসিন্দারাই এই পুজোর প্রাণ। ভূটানের জাতীয় পোশাক 'বোবু' পরে নাচ-গানে মাতবেন অনেকে। সীমান্তের পাঁচিল দু'দেশের যাতায়াত আটকে দিয়েও জিতির পুজোয় বন্ধুত্বের দরজা আজও খোলা।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন

উত্তর ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা সেবেশ শেঠি - কে 25.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89C 43736 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। আমি এটা কখনও কল্পনাও করিনি এবং এক কোটি টাকার এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পটিমবর্ষ, উত্তর ২৪ পরগনা - এর

বেসামরিক বিমান পর্যটন মন্ত্রণালয় ভারত সরকার

নতুন উচ্চতা, নতুন উড়ান

লাদাখের উন্নয়নের নতুন পরিচয়

কুশোক বকুলা রিনপোচে বিমানবন্দর লেহ-এর নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন

শ্রী নরেন্দ্র মোদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)

মুখ্য বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা সমূহ

- বর্তমানের চেয়ে চার গুণ বড় ক্ষেত্রফল (২৩৮১০ বর্গমিটার) বিশিষ্ট সর্বাধুনিক টার্মিনাল ভবনের মাধ্যমে সুবিধাজনক যাত্রা।
- ব্যস্ততম সময়ে প্রতি ঘণ্টায় ২০০০ যাত্রী এবং প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ যাত্রী পরিষেবা দিতে সক্ষম।
- অঞ্চলে পর্যটন, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় পণ্যের রপ্তানি ও বাণিজ্য বৃদ্ধি
- টার্মিনাল ভবনে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভূ-তাপীয় শক্তি ব্যবহারকারী দেশের প্রথম বিমানবন্দর।
- ৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় শিল্প এবং সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন টার্মিনাল ভবন।
- দ্রুত যাত্রী চলাচলের জন্য ২০টি চেক-ইন কাউন্টার, ২টি কনভেয়ার বেল্ট, ৮টি এক্স-রে ব্যাগেজ স্ক্যানার।
- বড় আকৃতির ৬টি বিমানের জন্য উন্নত পার্কিং-এর স্থান।

গৌরবময় উপস্থিতি

শ্রী বিনয় কুমার সাক্সেনা উপরাজ্যপাল, লাদাখ

শ্রী কিঞ্জরাপু রামমোহন নায়াডু কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী

জনাব মোহাম্মদ হানিফা সাংসদ, লোকসভা

১৫ই অক্টোবর, ২০২৬ কুশোক বকুলা রিনপোচে বিমানবন্দর, লেহ

ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানটির সরাসরি সম্প্রচার দেখুন



বিপাকে সোহম

অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৮ সালে সিনেমায় অভিনয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৫ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগে ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। আদালতের নির্দেশে থ্রেপ্তারিতে আর আইনি বাধা নেই।



বিশ্কাভে পড়ুয়ারা

এসআরএফটিআইয়ে উপার্চাৰ সন্তোষ আজমেৱাৰ পদত্যাগেৰ দাবিতে পড়ুয়াদেৱে অনিৰ্দিষ্টকালৈৰ অৱস্থান-বিক্ষোভ অব্যাহত। ক্লাস বয়কটৰ পাশাপাশি প্ৰতিবাদ মিছিল কৰেনে তাঁৱা। নিৰাপত্তাৰ দাবি পড়ুয়াদেৱ।



মৃত ২

চতুৰ্থীৰ দুপহুৱে দুৰ্ঘটনা সন্দেহখালিতে। বুধবাৰ বাসন্তী হাইওয়েৰ ব্যৱমাৰি এলাকাৰ টোটাৰ সঙ্গ সংঘৰ্ষৰ পৰ নিয়ন্ত্ৰণ হাৰিয়ে পুৰুৱে পড়ে যায় একটি ছোট গাড়ি। মৃত্যু হয়েছে দুই জনেৰ। গাড়িটি প্ৰান্ত্ৰন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমাৰ মাহাতোৰ।



কংগ্ৰেছে যোগ

বুধবাৰ কংগ্ৰেছে যোগ দিলেন মমতা-তৃণমূলেৰ দুই প্ৰান্ত্ৰন মেয়েৰ পাৰিষদ। ফৰজানা চৌধুৰী ও সঙ্কিতা মণ্ডলেৰ হাতে মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্ৰেছেসৰ দপ্তৰে পতাকা তুলে দেশ প্ৰশ্ৰে্ষ কংগ্ৰেছে সভাপতি শুভঙ্কৰ সৰকাৰ।

হলদিয়ায় আরও শিল্প ঘোষণা শুভেন্দুর ৬ হাজার কোটির কারখানা উদ্বোধন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : বাম জমানায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুৰ উদ্যোগে তৈৰি হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালসই বিজেপি শাসিত পশ্চিমবঙ্গকে আত্মনিৰ্ভৰ হতে পথ দেখাল। বুধবাৰ ৬ হাজাৰ কোটি টাকা বিনিয়োগে হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালসেৰ ফেনল ও অ্যাসিডনে উৎপাদন কাৰখানাৰ উদ্বোধন হল। কাৰখানাৰ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী



বুধবাৰ হলদিয়ায় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্ৰী সহ অন্যৱা।

বলেন, ‘এই প্ল্যাণ্টেৰ মাধ্যমে আমৰা আত্মনিৰ্ভৰ হয়েছি। এভাবৈই সমগ্ৰ পশ্চিমবঙ্গকে আত্মনিৰ্ভৰ কৰতে হবোঁ।’ ওই মঞ্চ থেকেই ৰাজ্যেৰ একাধিক শিল্পে বিনিয়োগেৰ কথা ঘোষণা কৰেন মুখ্যমন্ত্ৰী। ২০৪৭ সালেৰ মধ্যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৱত কৰতে চান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱেন্দ্ৰ মোদী। একইভাবে এৱাজেৰ বিজেপি সৰকাৰেৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীৰও লক্ষ্য ২০৪৭-এৰ মধ্যে ৰাজ্যকে আত্মনিৰ্ভৰ কৰা। এদিন হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালসেৰ নতুন কাৰখানাৰ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, ‘ৰাজ্য বৰ্দ্ধ ভাতা নিৰ্ভৰ হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে এই ভাতা নিৰ্ভৰ থেকে বেরিয়ে আত্মনিৰ্ভৰ হতে

ব্যয়ে তৈৰি এই কাৰখানাৰ প্ৰত্যক্ষ ও পৰোক্ষভাবে ১৪০০ জনেৰ কৰ্মসংস্থান হবে। আৰও ১০ হাজাৰ কোটি টাকাৰ লগিৰ সম্ভাবনা তৈৰি হয়েচ্ছে।’ হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালস লিমিটেডেৰ অধীনস্থ সংস্থা অ্যাপ্ডপমা এই প্ৰকল্প গড়ে তুলছে। শুধু হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালসই নয়, সাৰ্বিকভাবে হলদিয়াকে কেন্দ্ৰ কৰে আৰও একাধিক শিল্পস্থাপনেৰ পৰিকল্পনা রয়েছে ৰাজ্যেৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী জানিয়েছেন, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথৰিটিৰ থেকে ৯৮ একৰ জমি নিয়ে নৱম পানীৰ প্ৰাপ্ত কৰ্ত্তকৰাৰী সংস্থা এখানে কাৰখানা তৈৰি কৰবে। ৫০ একৰ জমিতে তৈৰি হবে চিকিৎসা সংক্ৰান্ত যন্ত্ৰপাতি তৈৰিৰ কাৰখানা।

পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলেৰ শ্ৰমিকদেৰ জন্য ৫০ শয্যাৰ টুমা কেয়াৰ এবং বান্ ইন্টনি তৈৰি হবে ২০২৭ সালেৰ জুন মাসেৰ মধ্যে। এৰ জন্য খৰচ হবে ২৭ কোটি টাকা। হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালসেৰ চেয়াৰম্যান পূৰ্ণেন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যাকে ৰাজ্যে একটি পূৰ্ণাঙ্গ ডেটা সেন্টাৰ তৈৰিৰ জন্য আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্যে শিল্পায়নেৰ প্ৰসঙ্গে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালসেৰ চেয়াৰম্যান পূৰ্ণেন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘তৎকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী তাঁকে বলেছিলেন, বাঙালিৰ যদি বাঙালিদেৰ না দেখে তবে কে দেখবে? জ্যোতি বসু এবং মায়েৰ উৎসাহই বাংলাৰ জন্য কাজ কৰতে আমাকে প্ৰেৰণা জুগিয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্ৰীও বলেন, ‘ডাবল ইঞ্জিনেৰ মাধ্যমে ৰাজ্যে শিল্পেৰ জোয়াৰ কেউ আটকাতে পাৰবে না।

হলদিয়া পেট্ৰোকেমিক্যালস তাৰ পথ দেখাচ্ছে।’ তবে বাম জমানাৰ শিল্পায়ন ও জ্যোতি বসুৰ প্ৰশংসাৰ মধ্যেই শিল্পে বামেদেৰ জঙ্গি শ্ৰমিক সংগঠনেৰ প্ৰত্যক্ষ নেত্ৰে কড়া বাৰ্তা দেন মুখ্যমন্ত্ৰী। মাফ জানিয়ে দেন, ৩৪ বছৰেৰ বাম জমানায় কাৰখানাৰ গুটে তালো ৰোলোৱেৰ সংস্কৃতি আৰ তৃণমূলেৰ ১৫ বছৰেৰ সিঁজিকট, তোলাবাজিৰ ৰাজনীতি তাঁৰ সৰকাৰ কোনওভাবেই চলাতে দেবে না। হলদিয়াৰ পাশাপাশি ব্যাৱকপুৰেও চিকিৎসা সংক্ৰান্ত যন্ত্ৰ তৈৰিৰ কাৰখানা ও টুমা সেন্টাৰ গড়াৰ ব্যাপাৰে শিল্পপতি সঞ্জীৱ গোস্বামীৰ সঙ্গে কথা হয়েচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্ৰী। এদিনেৰ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাড়াও শিল্পমন্ত্ৰী তাপস ৰায়, অৰ্থমন্ত্ৰী স্বপন দাশগুপ্ত, শিক্ষামন্ত্ৰী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

পুজোয় কর্মহীন চা শ্রমিকদের বিশেষ প্যাকেজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : পুজোৰ সময় উত্তৰবঙ্গেৰ চা শ্ৰমিকদেৰ মুখে হাসি ফোটাতে পদক্ষেপ কৰলেন মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী। চা শ্ৰমিকদেৰ ২০ শতাংশ হাৰে বোনাদেৰেৰ কথা জানোৱেৰ পৰ এবাৰ বন্ধ চা বাগানগুলিৰ শ্ৰমিকদেৰও নগদ টাকা এবং চাল দেওয়াৰ কথা ঘোষণা কৰলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, ‘উত্তৰবঙ্গেৰ বন্ধে কিছু চা বাগান বন্ধ রয়েছে। সৰকাৰি হিসাবে বিগত তৃণমূল সৰকাৰেৰ আমলে ২০২৩-এৰ ১ জানুয়াৰি থেকে ২১টি চা বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। বন্ধ বাগানগুলিৰ কৰ্মহীন শ্ৰমিকেৰ সংখ্যা ১৯ হাজাৰ ৫২৪ জন। সৰকাৰ বন্ধ চা বাগানেৰ শ্ৰমিকদেৰ ৩৫ কেজি কৰে চাল দিচ্ছে। এবাৰ পুজোয় সৰকাৰেৰ সিদ্ধান্ত, ওই শ্ৰমিকদেৰ পৰিৱৰপিচ্ছ ৫ হাজাৰ টাকা ও ৫০ কেজি বাড়তি চাল দেওয়া হবে। নগদ ৫ হাজাৰ

টাকা কৰ্মহীন শ্ৰমিকদেৰ অ্যাকাউণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’ মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, ‘৬০ বছৰেৰ বেশি বয়সিৱা এই সুবিধা পাবেন না।’ তিনি আৰও বলেন, ‘বন্ধ চা বাগানগুলি খোলাৰ চেষ্টা চলছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী চা শ্ৰমিক উৎসা যোজনা আশে এৱাজে চালু ছিল না। এক্ষেত্ৰে বৰ্ত্তমান বিজেপি সৰকাৰেৰ চেষ্টায় ওই যোজনা বাবদ ৩১২ কোটি টাকাৰ অনুমোদন কেন্দ্ৰেৰ কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস, ৰাজ্যেৰ চা বাগানেৰ উন্নয়নে এবং শ্ৰমিকদেৰ কল্যাণেৰ স্বার্থে আগামী দু-তিন মাসেৰ মধ্যেই চা যোজনাৰ কাজ শুৰু হবে। মুখ্যমন্ত্ৰী জানান, ৰাজ্যেৰ প্ৰায় ৫ লক্ষ চা শ্ৰমিকেৰ জন্য ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়াৰ সুপাৰিশ তাঁৰ বাগানেৰ শ্ৰমিকদেৰ ৩৫ কেজি কৰে চাল দিচ্ছে। এবাৰ পুজোয় সৰকাৰেৰ সিদ্ধান্ত, ওই শ্ৰমিকদেৰ পৰিৱৰপিচ্ছ ৫ হাজাৰ টাকা ও ৫০ কেজি বাড়তি চাল দেওয়া হবে। নগদ ৫ হাজাৰ



পোসপুৰুৰ তালবাগানেৰ প্ৰতিমা। বুধবাৰ। ছবি : দেৱাশিস মণ্ডল

‘বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করবেন না’

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : সিপিএমেৰ বুৰুসলেৰ অনুমতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টেৰ প্ৰশ্নেৰ মুখে পড়ল ৰাজ্য। ৰাস্তাৰ পাশে লটাৱিৰ দোকান থাকতে পাৰে বা ৱংবেৰঙেৰ বেলুন ফটানোৱ দোকান থাকছে অথচ বুৰুসলেৰ বসানোয় অনুমতি কেনে দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে বুধবাৰ প্ৰশ্ন তুললেন বিচাৰপতি সৌগত ভট্টাচাৰ্য। ৰাজ্যেৰ উদ্দেশ্যে তিনি মন্তব্য কৰেন, ‘লটাৱিৰ দোকান তো নয়, বইয়েৰ দোকান দেবেন। সমস্যা কী আছে?’ ফ্লোড প্ৰকাশ কৰে বিচাৰপতি বলেন, ‘বিরোধীদেৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰবেন না। অভিযোগে দেখে মনে হচ্ছে কণ্ঠৱোধ কৰা হচ্ছে। এটা গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাৰ বিৰোধী।’ বুৰুসল নিয়ে পুলিশেৰ ৰিপোর্ট কৰে পৰ এবাৰ প্ৰেসিডেণ্টিতেও বাম-বিজেপি মুখোমুখি। প্ৰেসিডেণ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দেৰ ছবিৰ উপৰ ‘অমানানাকৰ মন্তব্য’-এৰ অভিযোগ তুলে বামেদেৰ নিশানা কৰিলে আৰএসএস প্ৰভাবিত ছাত্ৰ সংগঠন এবিভিপি। মঙ্গলবাৰ রাতে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ (এবিভিপি)-এৰ পোষ্টাৰকে ঘিৰে বিতৰ্ক বাধে প্ৰেসিডেণ্টিতে। বুধবাৰ এবিভিপিৰ অভিযোগেৰ ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গড়ল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। ওই কমিটিকে আগামী ১৫টি কৰ্মদিবসেৰ মধ্যে সংশ্লিষ্ট

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : যাবতপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিভন ইনস্টিটিউট (এসআৰএফটিআই)-এৰ পৰ এবাৰ প্ৰেসিডেণ্টিতেও বাম-বিজেপি মুখোমুখি। প্ৰেসিডেণ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দেৰ ছবিৰ উপৰ ‘অমানানাকৰ মন্তব্য’-এৰ অভিযোগ তুলে বামেদেৰ নিশানা কৰিলে আৰএসএস প্ৰভাবিত ছাত্ৰ সংগঠন এবিভিপি। মঙ্গলবাৰ রাতে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ (এবিভিপি)-এৰ পোষ্টাৰকে ঘিৰে বিতৰ্ক বাধে প্ৰেসিডেণ্টিতে। বুধবাৰ এবিভিপিৰ অভিযোগেৰ ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গড়ল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। ওই কমিটিকে আগামী ১৫টি কৰ্মদিবসেৰ মধ্যে সংশ্লিষ্ট

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ইভিএম পুড়িয়ে দেওয়ার সময় এই পুলিশি তৎপরতা দেখতে পেলে খুশি হতাম।’ পুলিশেৰ জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সহযোগিতা কৰেছেন বলে দাবি অভিষেকেৰ। সাৱদা-নাঁদ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ইভিএম পুড়িয়ে দেওয়ার সময় এই পুলিশি তৎপরতা দেখতে পেলে খুশি হতাম।’ পুলিশেৰ জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সহযোগিতা কৰেছেন বলে দাবি অভিষেকেৰ। সাৱদা-নাঁদ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ইভিএম পুড়িয়ে দেওয়ার সময় এই পুলিশি তৎপরতা দেখতে পেলে খুশি হতাম।’ পুলিশেৰ জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সহযোগিতা কৰেছেন বলে দাবি অভিষেকেৰ। সাৱদা-নাঁদ

মণ্ডপ কাঁপাচ্ছেন মছলন্দপুরের মহিলা ঢাকিরা

সুমিত চক্রবর্তী

মছলন্দপুর, ১৪ অক্টোবর : উত্তৰ ২৪ পৰগনাৰ মছলন্দপুৰ। ৰেললাইনেৰ পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়েছে ঢালাই ৰাস্তাট। সেই ৰাস্তা ধৰে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে, বিখ্যাত ঢাকি গোকুলচন্দ্ৰ দাসেৰ বাঁধানে উঠানে ঢাক বাজাচ্ছে একদল কিশোৰী-তৰুণী। অনুমতি নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই সুযোগ হল তাঁদের অনুশীলন দেখাৰ। কথা বলাও। ১৫ কেজিৰ ভাৱী ঢাক বাজানো এত কম বয়সে তাঁদেৰ পক্ষে দুম্ভৰ। তাই টিন দিয়ে তৈৰি বিশেষ ধৰনেৰ ঢাকেই চলছে প্ৰশিক্ষণ। বছৰ ১৮-ৰ কাকিল মণ্ডলেৰ ঢাক ভালো লাগাৰ কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰতে তিনি

বললেন, ‘আমাৰ বৌদি ঢাক বাজান, তাঁৰ উৎসাহেই আমাৰ এই শিখতে আসা।’ তবে কাকিলদেৰ কাছে ‘রোল মডেল’ থাকলেও ১৬ বছৰ আগে মৌমিতা দাস, উমা দাসৰা এখন ঢাক বাজানো শেখা শুৰু কৰেছিলেন, তখন তাঁদেৰ সামনে কোনও উদাহৰণ ছিল না। জানাতেনও না একদিন এই ঢাকই পেশা হয়ে উঠবে আৰ তাঁৱা হবেন বহু মেয়েৰ অনুপ্ৰেৰণ।

কথায় আছে, ‘ঢাক মানেই পুজো, পুজো মানেই ঢাক।’ কিন্তু চামড়া ও আমকৰি দিয়ে তৈৰি এই পিপাকৃতিৰ বাদ্যযন্ত্ৰটা শুধু পুৰুষৱাই বাজাতে পাৰে বলে মনে কৰত সমাজ। উমা দাসেৰ কথায়, ‘আমি যখন প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ নেওয়া শুৰু কৰি, তখন আশাপাশেৰ লোকোৱা বলত ঢাক

বাজাতে সংসাৰ হয় না। তবে আজ শুধু বড় বড় পুজো মণ্ডপগুলিতে নয়, আমাকে টিভিৰ পদতিও ঢাক

শুকুৰ দিনগুলি সহজ ছিল না।’ মৌমিতা দাস বলেন, ‘মহিলা ঢাকি হিসাবে মছলন্দপুৰেৰ এক ছোট গ্ৰাম থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিচাৰকেৰ আসনে বসাৰ সৌভাগ্য হয়েছিল। এৰ থেকে বড় প্ৰাপ্তি আৰ কী হতে পাৰে?’ তৰুণী ঢাকি ৰূপা সৰকাৰ বলেন, ‘বাৰা মাৱা যাওয়ার পর, মায়েৰ সঙ্গেই ঢাক শেখা শুৰু কৰি।’ ৰূপাৰ ইচ্ছে, তাঁৰ মেয়েও যেন এই পেশায় আসে।

তবে আৰও তো অনেক বাদি আছে। ঢাকই কেন? উত্তৰে মৌমিতা, উমাৱা জানান, তাঁদেৰ শুৰু গোকুল দাস মেয়েদেৰ ঢাক শেখানোৰ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই সুত্ৰেই তাঁদেৰ শখ আজ পেশায় ৰূপান্তৰিত হয়েছিল। তবে পুজোৰ সময় শুধু



ঢাকি উমা দাস এবং মৌমিতা দাস এখন বহু মেয়েৰ অনুপ্ৰেৰণা।



বাজাতে দেখেন তাঁৱা। স্বামীকেও আৰ্থিক সাহায্য কৰতে পাৰি। সমাজ আজ বলাতে পাৰে তবে আমাদেৰ

কলকাতা বা জেলায় নয়, অনুষ্ঠান কৰতে ছুঁতে হয় সুদূৰ অসম, দিল্লি বা ৰাজস্থানে। কখনও ৰাত কাটে পুজো পাতেলে কিংবা গাড়িৰ মধ্যেই। ঢাক বাজাতে প্ৰচুৰ দম লাগে। এত কম যুমে কীভাবে সবটা সামলে ওঠেন? মৌমিতাৰ জবাব, ‘ক্ৰান্তি লাগে ঢাক বাজাতে যাৱাৱাৰ আগে ও পৰে। সেজেগুজে ঢাক কাঁখে তুলে নিলে আৰ কোনও কষ্ট থাকে না।’

তাৰ ক্ষেপে, ‘আৰ দশটা বাদ্যযন্ত্ৰেৰ ক্ষেত্ৰে অ্যাকাডেমিক্যাল প্ৰশিক্ষণ নেওয়াৰ সুযোগ আছে। সেক্ষেত্ৰে সাৱা ৰূপেৰ অনুষ্ঠান না কৰেও কাক্জেৰ সঙ্গে যুগ থকা যায়। কিন্তু ঢাকেৰ ক্ষেত্ৰে সেটা নেই। সৰকাৰ যদি একটা ঢাকি অ্যাকাডেমি বানায়, তাহলে খুব ভালো হয়।’



১৫ অক্টোবর ২০২৬

বর্ষভ বণিক মালবাজার শহরের কিশলয়ের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকাতেও পারদর্শী সে।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৫ অক্টোবর ২০২৬

ভিড় এড়িয়ে কোন রাস্তায় ঘুরলে এক সুতোয় গাঁথা যাবে একের পর এক মণ্ডপ, এটাই এ বছরের প্যাভেল হপিংয়ের আসল প্রশ্ন। কোথাও অরণ্যে বেড়ে ওঠা শকুন্তলা, কোথাও দিঘার জগন্নাথ, কোথাও তিরুপতি বা চারধামের ছোঁয়া। থিমের এই ভিড়ে পথ চিনিতে দিচ্ছেন অনসূয়া চৌধুরী।



পুজো পরিফ্রমা

পাড়াপাড় সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি

থিম : অরণ্যের সমাধুতা
কী দেখবেন : মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম-এ শকুন্তলাকে অরণ্যের সমাধুতা অর্থাৎ অরণ্য-প্রকৃতির পালিতা কন্যা হিসেবে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতি রক্ষা, জীবজন্তু, পাখির প্রতি ভালোবাসার বাত দেওয়া হয়েছে।

কীভাবে যাবেন : কদমতলা মোড় থেকে তিন নম্বর গুমটি পেরিয়ে কিছুদূর এগালে চোখে পড়বে বড় বড় তোরণ। আলোক রোশনাই আপনাকে পৌঁছে দেবে মণ্ডপে।

দিশারি ক্লাব

থিম : দিঘার জগন্নাথ মন্দির কীভাবে যাবেন : ভিড় এড়াতে যদি শান্তিপাড়া বা কদমতলা দিয়ে আসেন তাহলে গলিতে বাইক কিংবা গাড়ি রেখে মন্দির দর্শন করতে পারেন।

জাগ্রত সংঘ

থিম : দক্ষিণ ভারতের কাল্পনিক মন্দির কী দেখবেন : প্ল্যান্টামন জুবিলিতে দক্ষিণী ধাঁচের বিভিন্ন সূক্ষ্ম কারুকার্য তুলে ধরা হয়েছে।



কীভাবে যাবেন : দিশারি ক্লাবের পুজো দেখে গলি দিয়ে সোজা চলে যাওয়া যাবে দক্ষিণ ভারতের কাল্পনিক মন্দির দেখতে।

পূর্বাচল সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার

থিম : আবার সবুজ কী দেখবেন : উদ্যোক্তারা নিজে হাতে এতদিন ধরে চারাগাছ রোপণ করে তা পরিচর্যা করে সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। রয়েছে লেমন গ্রাস, অ্যালোভেরা, মেক প্ল্যান্ট, জলপাশ, জলশিঙাড়া, ওলটকম্বল ও রোসেলার মতো নানা প্রজাতির ভেষজ ও শোভাময় উদ্ভিদ। মণ্ডপ, থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা রয়েছে সবুজের মাঝে।

মহিলা-পুরুষদের আলাদা লাইনের পাশাপাশি বয়স্কদের যাতে গুহার ভেতর দিয়ে যেতে সমস্যা না হয় সেজন্য স্বেচ্ছাসেবকরাও থাকবেন।

পাতকাটা অগ্রদূতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার

থিম : দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি বালাজি মন্দির কী দেখবেন : বাঁশ, কাঠ, কাপড়ের পাশাপাশি সুপারির খোল, হোগলা পাতা দিয়ে বালাজি মন্দিরের রূপ দেওয়া হয়েছে মণ্ডপে।

পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগার

থিম : চারধাম কী দেখবেন : গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কোদারনাথ এবং বরীনাথ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে গেলে মনে হবে সুদূর হিমালয়ের কোল ঘেঁষে থাকা আধ্যাত্মিক আড়িনায় আপনি পৌঁছে গিয়েছেন। তবে প্রতিমা এখানে বরাবরের মতোই সাবেক।

কীভাবে যাবেন : জাগ্রত সংঘ থেকে অনায়াসেই যানজটমুক্ত রাস্তা দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে এই মণ্ডপে।

আসাম মোড় তারাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি

থিম : কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেষ্ট কীভাবে যাবেন : আপনি যদি বাইরে থেকে আসেন কিংবা পাতকাটা কলোনি পুজো দেখতে আসাম মোড়ে আসতে চান তাহলে জাতীয় সড়ক ধরে স্থানীয় সিপিএম নেতা অনায়াসেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। অথবা শান্তিপাড়া থেকে সোজা এলই দেখা যাবে।

ভূরিভোজে শারদ-আনন্দ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর জন্য প্রায় গোলে প্রতিটি বাঙালি। প্যাভেল হপিং, আভা, সবকিছুর সঙ্গে ওভেরলোডে জড়িয়ে থাকে খাওয়াদাওয়া। ঘুম থেকে উঠেই মনে প্রথম প্রশ্ন, ‘ব্রেকফাস্টে স্পেশাল মেনু কী?’

যতী থেকে দশমী, ডায়েট ভুলে রসনাভাস্তিতে মেতে ওঠে আপামর বাঙালি।

সকালের পাতে লুচি, সাদা আলুর তরকারি আর মিষ্টি। দুপুরে বাড়িতে হোক বা রেস্টোরাঁয়, খাওয়ার পর প্যাভেল হপিংয়ে বেরিয়ে এগরোন, ফুচকা কিবা চায়ের কাপ হাতে আড্ডা জমে ওঠে। বাড়ির রান্নাঘর থেকে রেস্টোরাঁ, বাঙালি খালি থেকে ফিটশন, ভুরিভোজের

পুজোর ভোজ তো শুধু পেট ভরানো নয়, পরিবারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে গল্প, বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য কিছু অভয় করে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন, সবই আবেগ। শহরবাসী নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে প্রায় তিন বছর ধরে রাজ্যের বাইরে কোম্পানিতে কাজ করেন। সেখানে দীপাবলিতে ছুটি মেলে, কিন্তু মায়ের অনুরোধে এবার পুজোয় ছুটির আবেদন করছিলেন। অষ্টমী থেকে দশমী- তিনদিনের ছুটি মিলেছে।

নন্দিতার কথায়, ‘ছেলের পছন্দের মদন, পোলাও, নুনিয়া চালের খিচুড়ি- সব নিজে হাতে বানিয়ে একসঙ্গে বসে খাব।’

মাছ, মাংস বা বিরিয়ানি যাই থাকুক, পুজোর স্পেশাল মেনুতে ভোসেই খিচুড়ি, লাভড়া, আলুর দম আর চটনি একটা ইমোশন। কলেজপড়ুয়া সূদীপ্তা চৌধুরী কাছেও তাই। তাঁর কথায়, ‘এবারও অষ্টমী বা নবমীতে রামকৃষ্ণ মিশনের খিচুড়ি খেয়ে দুপুরে ঘুরতে বেরোব।’ রান্নাঘরে যারা অন্তত এক বেলা ছুটি চান, তাঁদের জন্য রেস্টোরাঁয় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে থাকছে স্পেশাল খালি। মাছ, মাংস, পোলাও, ভাত, চটনি, মিষ্টি, সবই সাজানো থাকবে সেই স্পেশাল খালিতে। এক রেস্টোরাঁর কর্ণার নন্দিতা খোষ জানান, এবার বিজুরি আইটেম নেই, সব আমিষ। ‘বুঁকিং এখনও শুরু হয়নি। আশা করছেন যতী থেকে শুরু হবে।’

একসময় বাড়ির সবাই মিলে হাইব্রোডে ভুরিভোজে মাততেন, ভাইবোনের মধ্যে চলত খুনশুটি। এখন কেউ রেস্টোরাঁয় যান, কেউ রান্নার ইচ্ছে না থাকলে অনলাইনে যে যার পছন্দের খাবার অনিয়ে নেন। ধরন বদলালেও পুজো মানেই ভুরিভোজ, সঙ্গে একরাশ আনন্দ। পছন্দসই খাবারে মন ভরে উঠলেই তো বাঙালির পুজো পূর্ণ হয়।



দুর্গা মাকে সাজানোর ব্যস্ততা। জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে অনীক চৌধুরীর তোলা ছবি।

মালবাজারে নবরাত্রির আবেগ ও উন্মাদনা



সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৪ অক্টোবর : সবুজ চা বাগান আর পাহাড়ের কোলে মালবাজার শহর। শরতের উৎসবে সেখানেই নেপালি যুব সংঘের নবরাত্রি পুজো ঘিরে স্থানীয় নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আবেগ, উন্মাদনা ও উদ্দীপনা। এবার

১৪তম বর্ষে পা দিল এই পুজো। নবরাত্রি ঘিরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। দশেরা বা দশে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দেবী দুর্গার আরাধনা। মহালায়ার পর থেকেই নবরাত্রির দিনগুলিতে উৎসবের রং লাগে শহরের গায়ে। চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নেপালি সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ও ভাবাবেগ এই পুজোকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ সপ্তমী তিথিতে অনুষ্ঠিত ‘ফুলপতির’ শোভাযাত্রা। ঐতিহ্যবাহী নেপালি পোশাক, লোকনৃত্য আর মাদলের সুরে চা বাগান ও পাহাড়ঘেরা শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফুটে উঠবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

মাল পুরসভায় প্রশাসকের দায়িত্বে উৎকর্ষ

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৪ অক্টোবর : মাল পুরসভার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মালের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল। বুধবার বিকেলে রাজ্য প্রশাসনের তরফে নির্দেশিকা পৌঁছাতেই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ২০২২ ব্যাচের এই আইএএস অফিসার। এদিন পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দুর্গাপুজো, শহরের নাগরিক পরিষেবা, মাল নদীর ঘাটে বিসর্জন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন। মহকুমা শাসক বলেছেন, ‘সরকারি নির্দেশিকা মেনে দায়িত্ব গ্রহণ করছি। পুর এলাকার নাগরিক পরিষেবা সহ যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে পদক্ষেপ করা হবে।’

প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে বিজেপি। দলের মাল টাউন সভাপতি নবীন সাহা বলেন, ‘নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করার পাশাপাশি পুরসভার কলঙ্কিত অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাবে স্বচ্ছতা ফেরাতে প্রশাসক কার্যকরী ভূমিকা নেন বলে আশাবাদী।’

সেপ্টেম্বরে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি পদত্যাগ করায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। চেয়ারম্যানের ইস্তফার এগারোদিনের মাথায় ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেন মিলন ছেত্রীও। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ভাইস চেয়ারম্যানের ইস্তফা গ্রহণ না করায় বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের সভা ডাকা হয়। কিন্তু কোরাম না হওয়ায় সভা ভেঙে যায়। পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নিবাচিত মোট ৯ জন কাউন্সিলার ইস্তফা দিলে পুরসভায় জটিলতা বাড়ে। যার প্রভাব পড়ে নাগরিক পরিষেবা। এই অবস্থায় পদক্ষেপ করল রাজ্য প্রশাসন।

বুধবার বিকেলে পুরসভায় গিয়ে প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন উৎকর্ষ খান্ডাল। স্থানীয় সিপিএম নেতা রাজা দত্ত চাইছেন, ‘অচলাবস্থা কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরুক মাল পুরসভা।’ সদ্য কংগ্রেসে যোগদানকারী দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুলিন গোলদারও প্রশাসককে স্বাগত জানিয়েছেন। অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলারদের একাংশ প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সহযোগিতার বাতী দিয়েছেন মিলন ছেত্রী।



চতুর্থীতেই ঠাকুর দেখতে ভিড়। বুধবার জলপাইগুড়ির দিশারি ক্লাবে শানু শুভরক চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পদ্মের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ

বোর্ড গঠনে পিছু হটল মমতা-তৃণমূল

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : পুরসভার বোর্ড গঠন করে চেয়ারম্যান নিবাচন করলেন না মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলাররা। বোর্ড গঠন না করার কারণ হিসেবে মূলত বিজেপিকেই দায়ী করলেন তারা। অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও বিভিন্নভাবে বিজেপির নেতাদের একাংশ কাউন্সিলারদের ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছিলেন। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় বোর্ড গঠন থেকে তারা পিছিয়ে এলেন বলে দাবি তৃণমূল কাউন্সিলারদের।

এদিন দুপুরে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উত্তম বসুর বৈঠকটিকে মোড়ের কাগলিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বোর্ড গঠনের জন্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার তা আমাদের রয়েছে। কিন্তু বিজেপি যেভাবে প্রত্যেক কাউন্সিলারকে বিভ্রমভাবে হুমকি এবং ভয় দেখাচ্ছে তাতে আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। আমরা জানতে পেরেছি পুরসভার সামনেও প্রচুর লোক জমা হয়েছেন। আমাদের টিমে মহিলা কাউন্সিলারেরাও রয়েছেন। এই পরিস্থিতির জন্য আমরা আর বোর্ড গঠন করছি না।’

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বুবাই কর বলেন, ‘আমাদের দল কাউকে ভয় দেখায়নি। এগুলো তৃণমূল কাউন্সিলারদের মধ্যে অভিযোগ। ওরা নিজেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবে না বলে বিজেপির নামে মিথ্যে অভিযোগ করছেন। আর তাঁদের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা এক কাউন্সিলার মঙ্গলবার প্রশাসনকে



সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা-তৃণমূলের কাউন্সিলাররা। বুধবার।

লিখিতভাবে জানিয়ে সরে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের এই মিটিং করার আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও চেয়ারম্যান নিবাচন যে বিধিবাও জলে তা মঙ্গলবার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিংকু বিশ্বাস বেসুরো হতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পিংকু বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া থেকে সরে যাওয়ার পর মঙ্গলবার রাতে মমতাপন্থী তৃণমূলের কাউন্সিলাররা বৈঠকে বসেন। আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নিখারিত সূচি অনুযায়ী এদিন বোর্ড গঠন করে চেয়ারম্যান নিবাচনের জন্য তারা পুরসভায় যাবেন। পিংকু নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার যদি কোনওরকম বলেন, ‘আমি আগেই বলেছিলাম এরা কেউই বোর্ড গঠন করতে পারবেন না। আজ ওরা বলছেন বিজেপি ভয় দেখাচ্ছে। আমি বলব নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। কারণ ওঁদের কাছে বোর্ড গঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নেই। এঁদের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক দূরদর্শীতার অভাবের কারণে আজ এই পরিস্থিতি।’

আসতে পারেন অনুমান করে তাঁদের বাধা দেওয়ার জন্য সেখানে জড়ো হন বেশকিছু বিজেপি সমর্থক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা ছিল পুরসভায়। একদিকে বিজেপির বাধ্য নিরাপত্তার অভাব, অন্যদিকে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে সমস্যা হতে পারে এই আশঙ্কা থেকে বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান তৃণমূলের কাউন্সিলাররা। এদিকে, বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ভেঙে যেতেই এদিন মমতাপন্থী তৃণমূলের কাউন্সিলারদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষের সুর শোনা গেল প্রাক্তন চেয়ারম্যান সেকত চট্টোপাধ্যায়ের মুখে। সেকত বলেন, ‘আমি আগেই বলেছিলাম এরা কেউই বোর্ড গঠন করতে পারবেন না। আজ ওরা বলছেন বিজেপি ভয় দেখাচ্ছে। আমি বলব নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। কারণ ওঁদের কাছে বোর্ড গঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নেই। এঁদের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক দূরদর্শীতার অভাবের কারণে আজ এই পরিস্থিতি।’

দশমীর মেলা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : নামেই দশমীর মেলা। কিন্তু দেবীর বোধনই তা জমে ওঠে। এক শতকেরও বেশি সময় ধরে এটাই ট্র্যাডিশন। ময়নাগুড়িতে খেলার মাঠ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পুজোয়। ১৩ভতম বর্ষেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বুধবার থেকে মাঠে দোকান দিচ্ছেন। এখন তিনি ব্যবসার হাল ধরেছেন। তিনি বললেন, ‘বাবার মতো আমিও মেলায় কসমেটিকসের দোকানে বসছি। ভালো ব্যবসা হয়। মা কাউকেই ফেরান না।’

আমরা শুধু পরিচালনা করি।

ব্যবসায়ীই বংশপরম্পরায় দোকান দিচ্ছেন। কলকাতার কার্ফুড্রাগার বাসিন্দা নেপালি মাইতির প্রসাদীরা ব্যবসা। তাঁর কথায়, ‘অনেক বছর হয়ে গেল এই মেলায় এর আগে দোকান দিতেন। এখন তিনি ব্যবসার হাল ধরেছেন। তিনি বললেন, ‘বাবার মতো আমিও মেলায় কসমেটিকসের দোকানে বসছি। ভালো ব্যবসা হয়। মা কাউকেই ফেরান না।’

ফাটল সিলিভার

খুশুগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বুধবার দুপুরে থানা রোড সংলগ্ন বাসনের দোকানের ছাদে রাখা পাঁচ কোজির সিলিভার সশব্দে ফাটলে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। দোকান মালিক মনোজেন্দ্র বর্মন জানান, ছোটখাটো মেরামতির কাজের জন্য ছাদে ছোট সিলিভারের রাখা ছিল। দোকানের এক কর্মী সেটাকে ফাঁকা ভেবে কাজ করতে গেলে সশব্দে তা ফাটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খুশুগুড়ি থানার পুলিশ। আশপাশের দোকানিদের অভিযোগ, তাঁদের বাধা হচ্ছেও বাসনের দোকানে গ্যাস জ্বালিয়ে মেরামতি চলে। পুলিশ তিনটি ছোট মাপের খালি সিলিভার নিয়ে যায়।

অভয়া মঞ্চের মৌন পদযাত্রা

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : গণতন্ত্র রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিবাদে মৌন পদযাত্রা করল জলপাইগুড়ি অভয়া মঞ্চ। বুধবার গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে শামিল হোন। আগামীদিনেও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান অংশগ্রহণকারীরা।



প্লানে তরুণ প্রজন্ম থেকে প্রায় সকলেই শামিল। অষ্টমী থেকে ছুটি দীপশিখা দাসের। বললেন, ‘সেদিন সকালে অঞ্জলি দিয়ে লুচি, আলুর দম খাব। আমি অবশ্য বিরিয়ানি লাভার। অন্য সময় ক্যালোরি নিয়ে যতই ভাবি, এসময় নো চিন্তা। অন্তত একদিন বিরিয়ানি খাবার তালিকায় থাকবেই।’

ককরোচদের সমর্থন বার্তা ‘ইন্ডিয়া’র, ধন্যবাদ দীপকের

রাক্ষা-সৌরভদের জেল হেপাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমার কাণ্ডে কংগ্রেস-ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) দূরদূর কি অবশেষে ঘূচতে চলেছে? আশুতোষ রাক্ষা ও সৌরভ দাসের গ্রেপ্তারি এবং জেলখায়ায় ঘটনায় বৃথবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি যেভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং তাতে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে তাঁর প্রশংসা করেছেন তাতে চর্চা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে।

মঙ্গলবার নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে যন্ত্রমন্ত্রের জাতীয় পতাকা হাতে বিক্ষোভ দেখান সিজেপি নেতা আশুতোষ রাক্ষা এবং সৌরভ দাস। তাঁদের গ্রেপ্তার করে বৃথবার পাতিয়ালা হাউস আদালতে তোলা হলে তাঁদের পাঁচদিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়। দুই তরুণ প্রতিবাদীর জেলখায়ায় গর্জে উঠেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সরাসরি নাম না করে ককরোচদের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন তিনি। রাহুল সাফ বলেছেন, ‘একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে জাতীয় পতাকা ওড়ানো অপরাধ নয়। এক জন্য তরুণদের জেলবন্দি করাটা কাপুরুষোচিত কাজ।’ রাহুলের এহেন সমর্থনসূচক মন্তব্যের জবাবে নেতা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘আশুতোষ রাক্ষা এবং সৌরভ দাসের বেআইনি গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে বলার জন্য এলওপি রাহুল গান্ধি সারকে ধন্যবাদ।’ পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও বিধেছেন তিনি। দীপকে লিখেছেন, ‘নরেন্দ্র মোদি একটি কলহের জোর দেখান। আপনি যদি ভিন্ন মত পিয়ে দিতে এতই উদগ্রীব হন তাহলে কাপুরুষোচিত কৌশলের আড়ালে না লুকিয়ে জরুরি অবস্থা জারির সাহস দেখান।’

কংগ্রেস, ককরোচ, জেনজেডের



পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার ভিতর আশুতোষ রাক্ষা, সৌরভ দাস, আজিজা শিভে।

প্রতিবাদের রং এক বলেও এদিন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধি। তিনি লিখেছেন, ‘পড়ুয়া। তরুণ। সাংবাদিক। ইন্ডিয়া জোট। আলাদা আলাদা ব্যানার, উদ্দেশ্য একটাই। সমস্ত প্রতিবাদ এক-নাগরিকরা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকারগুলির দাবি জানাচ্ছেন। যন্ত্রমন্ত্রের ভারতের মানুষের। আমরা এটা পুনর্দর্শন করবই।’ দুই সিজেপি নেতার গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শুধু রাহুল একা নন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এমকে স্ট্যালিন, পিনারাই বিজয়ন, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য,

আদিত্য ঠাকরের মতো বিরোধী নেতানেত্রীরাও সরব হয়েছেন। সারাদেশে যন্ত্রমন্ত্রের হবে সুর চড়িয়েছেন প্রকাশ রাজও। সংগঠনের নেতাদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে ১৬ অক্টোবর কনট স্ট্রেন্সে তিরঙ্গা যাত্রার ডাক দিয়েছেন দীপকে। তিনি বলেন, ‘প্রকাশ্য স্থানে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর কারণে ভারতীয়দের জেলে যাওয়ার ঘটনা তাঁর স্মৃতিতে ওপনিবেশিক শাসনের সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যখন বিশেষ শাসকেরা ভারতীয়দের নিকৃষ্ট মনে করে আচরণ করতেন।’ এক ভিডিও

একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে জাতীয় পতাকা ওড়ানো অপরাধ নয়। এর জন্য তরুণদের জেলবন্দি করাটা কাপুরুষোচিত কাজ।

রাহুল গান্ধি

আশুতোষ রাক্ষা এবং সৌরভ দাসের বেআইনি গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে বলার জন্য এলওপি রাহুল গান্ধি সারকে ধন্যবাদ।

অভিজিৎ দীপকে

বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘যাঁরা জাতীয় পতাকাকে ভালোবাসেন তাঁরা ১৬ তারিখ বিকাল পাঁচটায় কনট স্ট্রেন্সে সেট্রাল পার্কে জমায়েত করবেন এবং জাতীয় পতাকা ওড়াবেন। সৌরভ এবং আশু জাতীয় পতাকা ওড়ানোর জন্য জেলবন্দি হয়েছেন। মানুষ যেন দেখিয়ে দেন, জাতীয় পতাকা ওড়ানো কোনও অপরাধ নয়।’

নিট কাণ্ড এবং ধর্মেস্ত্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে এর আগে রাহুল

এবং সিজেপি উভয়ই পথে নেমেছিল। রাহুল দেশজুড়ে ছাফ্রো কি গুজু শুরু করেন। কিন্তু একবারও দীপকেদের কর্মসূচিতে যাননি। এমনকি সিজেপির ১০ তারিখের কর্মসূচি থেকে দূরে ছিলেন রাহুল। কিন্তু সোমবার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে সোমবার বিরোধীদের সূত্রিম কোর্ট অভিযানে शामिल হয়েছিলেন বাম ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা। রাজপথে তাঁর কাঁপে রাহুলের হাত রাখার ছবি ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। মঙ্গলবার ইন্ডিয়া জোটের চায় পে চর্চাতেও হাজির ছিলেন নেহা এবং ঐশী। ইন্ডিয়ার সঙ্গে সিজেপির জোট সম্পর্কে দীপকে বলেন, ‘আমাদের সংগঠন এবং ইন্ডিয়া একটি অভিন্ন ইস্যুতে লড়াই করছে। সিজেপি নির্দলীয় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করবে তবে ইন্ডিয়া জোটের বিরোধিতা করবে না।’

সিজেপি সূত্রের দাবি, বিরোধী জোটের সঙ্গে সমন্বয়ের আগ্রহ প্রথমে প্রকাশ করেছিলেন অভিজিৎ দীপকেই। তার পরেই রাহুল গান্ধি প্রকাশ্যে সিজেপির দুই নেতার গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করেন।

এদিন সিজেপির দুই নেতার গ্রেপ্তারির নিন্দা করে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, ‘এর মাধ্যমে একটি গোটা প্রজন্মকে স্তম্ভ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ১৪ হাজার মানুষ রাজনৈতিক ও পুলিশি হেনস্থার শিকার।’

অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘যাঁরা নিজেদের সবচেয়ে বড় জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করেন, তাঁদের শাসনেই নিজেদের দেশে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর কারণে মানুষকে গ্রেপ্তার হতে হচ্ছে।’ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রশ্ন, ‘নিজের দেশে জাতীয় পতাকা ওড়ানো কি অপরাধ?’

পোপের আরোগ্য কামনায় মোদি

রোম ও নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : পোপ ফ্রুসক্সের ক্যানসারে আক্রান্ত। মঙ্গলবার পোপ লিও চতুর্দশের ফ্রুসক্সের ডানদিকের নীচের অংশ কেটে বাদ হয়েছে। অস্ত্রোপচার সফল। তা সম্পন্ন হয়েছে ইতালির জেমেলি হাসপাতালে। ভ্যাটিকান জানিয়েছে, ৭১ বছর বয়সি পোপ ভালো আছেন। তাঁর কোনও শারীরিক জটিলতা নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পোপের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বৃথবার এক্স হ্যান্ডেল লিখেছেন, ‘পোপ লিও চতুর্দশের গণকালের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত হলাম। তাঁর দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।’ মোদির পাশাপাশি একাধিক রাষ্ট্রনেতা পোপের সুস্থতা কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন।

নীল ড্রাম কাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড

লন্ডন, ১৪ অক্টোবর : মিরাত কাণ্ডে অভিযুক্ত মুসকান রাস্তোগি ও তার প্রেমিক সাহিল গুজ্জাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিল মিরাত জেলা আদালত। উত্তরপ্রদেশের মিরাতের নীল ড্রাম হত্যাকাণ্ড দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতকে নৃশংসভাবে খুন করে তাঁর দেহ নীল ড্রামে ভরে ড্রামটি সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত হন স্ত্রী মুসকান এবং তাঁর প্রেমিক সাহিল। আদালত দু’জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ৩০ সেন্টেন্স। অবশেষে সাজা ঘোষণা হল।

কাঠগড়ায় নতুন রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : সিকিমের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে প্রাক্তন বিজেপি নেতা দ্বন্দ্বাশু গৌতমের নিয়োগ ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তর্জ। এই নিয়োগের নীতি বিরোধিতা করে আন্দোলনে তীব্র হয়েছেন কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, উত্তরাখণ্ডের অঙ্কিতা ভাণ্ডারি হত্যা মামলার যে ‘ভিতাইপি’র যুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছিল, তিনি আদতে এই দ্বন্দ্বাশু গৌতম। উত্তরাখণ্ডের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গণেশ গোদিয়াল এবং নেত্রী কুমারী শৈলজার দাবি, নিহতের বাবা-মা স্পষ্টভাবে দুশ্বস্তের নাম করেছিলেন। সিবাইই তদন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক্সআইআর দায়ের করার বদলে, তাঁকে রাজ্যপাল পদে বসিয়ে সাংবিধানিক রক্ষাকর্য দিল মোদি সরকার। অঙ্কিতার পরিবারের সঙ্গে এদিন দেখা করতে যান রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা।

ভোটগণনার ভিডিও উদ্ধাও নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : একেই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও স্বচ্ছতা নিয়ে দেশজুড়ে নানা মহলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ অব্যাহত। তার মধ্যেই এবার খোদ সুপ্রিম কোর্টের তীব্র রোয়ালে পড়ল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ২০২৩-এর কণাটিক বিধানসভা নির্বাচনে শূঙ্গের কেন্দ্রের ভোট গণনার মূল ভিডিও রেকর্ডিং নাকি খুঁজিয়ে পাওয়া যাচ্ছে না! আদালতে দাঁড়িয়ে কমিশনের আইনজীবীর মুখে বৈধ কণা শুনে বৃথবার রীতিমতো মেজাজ হারায় শীর্ষ আদালত। বিচারপতির সাফ জ্ঞানিয়ে দেন, এই ধরনের ‘বাজে অজুহাত’ (লেম এক্সকিউজ) আদালত কিছুতেই বরাদ্দ করবে না।

বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের বৈধ এদিন কমিশনকে চরম ভরৎসনা করে বলেছে, ‘নির্বাচন কমিশন কীভাবে বলতে পারে যে তারা রেকর্ড হারিয়ে ফেলেছে? আপনার মূল কাজই হল সূত্রভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা, আর তার সমস্ত



নথি যত্ন করে রাখা। আপনারা তো সেই নথির ভিত্তিতে এক প্রার্থীর জয়ীও ঘোষণা করেছেন। তাহলে এখন খুঁজিয়ে বললে চলবে কেন?’ আগামী শুনিার দিন, অর্থাৎ ২০২৭-এর ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত আসল রেকর্ড পেশ করতে না পারলে কমিশনের বিরুদ্ধে আদালত কড়া আইনি পদক্ষেপ নেবে বলেও ঐশ্বর্য্যারি দেওয়া হয়েছে। এই চরম বিতর্কের সূত্রপাত ২০২৩ সালের কণাটিক নির্বাচনকে ঘিরে। শূঙ্গের কেন্দ্রে মাত্র ২০১

ভোটে বিজেপির ডিএন জীবরাজকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের টিডি রাজেসৌড়া। এরপর বিজেপি প্রার্থী আবেদনের ভিত্তিতে কণাটিক হাইকোর্ট পোস্টাল ব্যালট পুনর্গণনার নির্দেশ দেয়। জু মে মাসে সেই পুনর্গণনায় দেখা যায়, ৫২ ভোটে হেরে গিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে রাজেসৌড়া অভিযোগ করেন, রিটার্নিং অফিসার বেআইনিভাবে বৈধ পোস্টাল ব্যালটগুলি বাতিল করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনিারিতেই রাজেসৌড়া ২০২৩ সালের মূল গণনা এবং সাম্প্রতিক পুনর্গণনার ভিডিও দেখতে চান। তখনই কমিশনের আইনজীবী শোয়াল নাইডু জানান, মূল গণনার ভিডিওটি কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝে কমিশনের এই ‘দায়সার’ উত্তর দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল।

সিজেপি নিয়ে ভাগ হাভার্ডের প্রাক্তনীরা

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : মুখা নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের দাবিতে দিল্লির আন্দোলন ঘিরে আড়াআড়ি দু’ভাগ হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা। এক পক্ষ পুলিশি বলপ্রয়োগের প্রতিবাদ জানালেও, প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষায় সরব অন্য দল। গত ১০ অক্টোবর মুখা নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির আহ্বানে যন্ত্রমন্ত্রের বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। আন্দোলন রুখতে রাজধানীতে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করে প্রবল ধরপাকড়ের পর আটক করা হয় প্রায় ৭ হাজার বিক্ষোভকারীকে। এরপরেই ১২ অক্টোবর হাভার্ডের ১০০ জন প্রাক্তনী যৌথ বিবৃতিতে জানান, ‘সকল বিক্ষোভকারীর ওপর পুলিশের হামলা, বেআইনি আটক এবং সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা জানাই।’ আইনজীবী শাদান ফরাসাত ও নীতি প্রধান মেহের পশরিশকে আটকের তীব্র প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে

সিজেপির সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস বলেন, ‘বিক্ষোভকারীদের ওপর অত্যাচার চালানো মানুষদের নিন্দা জানিয়েছে হাভার্ডের সদস্যরা।’ তবে এই বিবৃতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে বিতর্ক তৈরি হতেই হাভার্ড ক্লাব ইন্ডিয়ার পরিচালন সমিতির সদস্য রাজত শেঠি বলেন, ‘ব্যক্তিগত মতামত কোনওভাবেই অধিকারকে প্রতিষ্ঠানের প্রতিমিত্তি হিসেবে দেখা যায় না।’ ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪ জন গবেষক ও পেশাদার ভিন্ন একটি লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন। নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতি ও সংসদের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অবমাননার তীব্র বিরোধিতা করে তাঁরা জানান, ‘আমাদের দায়বদ্ধতা থাকা উচিত দেশের সংবিধানের প্রতি, সুবিধার রাজনীতির প্রতি নয়।’ পরে শাসকদল বিজেপি এই নতুন বলবল্কে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে বলেছে, বিনা প্রমাণে অভিযোগ না তুলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পাকভূমে গুলিতে হত লঙ্কর কমান্ডার

ইসলামাবাদ, ১৪ অক্টোবর : একেবারে দিনেদুপুরে আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হল এক লঙ্কর কমান্ডারের। মঙ্গলবার পাক পঞ্জাবে নিহত জঙ্গি ইমরান ‘ভারত বিরোধী’ হিসেবে পরিচিত ছিল।



পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গেও সে যুক্ত ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, একটি কলমস্কের হাতাকারের পর তিনি যখন দিল্লিতে নিবাসিত জীবন কাটাছিলেন, তখন ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দিল্লিতে এসেছিলেন। আবার ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান যখন লন্ডনে যান, তখনও তিনি সেই দেশেই অবস্থান করছিলেন। শেখ হাসিনা সরাসরি প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমার উপস্থিতি যদি তখন জিয়াউর রহমানকে আটকাতে না পারে, তবে আজ তাঁর ছেলে তারেক রহমানকে আটকাতে কেন দ্বিধা করছেন?’ গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে

মাঝআকাশে ‘হাইজ্যাক’ অ্যালার্ম

নয়াদিল্লি ও জয়পুর, ১৪ অক্টোবর : ফ্রান্সফুর্ট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমানে মাঝ আকাশে ‘হাইজ্যাক’ অ্যালার্ম বাজতেই জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করানো হল জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ডিভিসিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃথবার সকাল ৯টা নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-২০৩০ বিমানের পাইলট আচমকাই আন্তর্জাতিক হাইজ্যাক কোড ‘স্কোয়াক ৭৫০০’ সক্রিয় করে নেন। সিগন্যালটি পৌছোয় আহমেদাবাদ এটিসি-তে। ক্বিকি না নিয়ে সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট নাগাদ ২৯৩ জন যাত্রী ও ১৩ জন ক্রু সদস্যকে নিয়ে বিমানটি জয়পুরে অবতরণ করার পরেই সেটিকে আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়। এটিএস এবং পুলিশ তত্ত্বাশি চালায়।

এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ‘নিরাপত্তাজনিত শশয় তৈরি হওয়ায় বিমানটি জয়পুরে থুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তত্ত্বাশির পর বিমান ও ক্রুদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।’ জয়পুর বিমানবন্দর পরিরালনকারী সংস্থা আদানি গ্রুপের তরফে বলা হয়েছে, ‘পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত।’

তারেকের ভারত সফর বাতিলের সমালোচনা হাসিনার ‘তোমার বাবা তো এসেছিল’

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : নয়াদিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলন বয়ক্ট করার সিদ্ধান্তের ‘অপরিহত’ আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে কড়া তোপ দাগলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর প্রশ্ন, বাবা জিয়াউর রহমান অতীতে দিল্লিতে এলেও ছেলে কেন ভারত সফর এড়াচ্ছেন? সবাদে সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা জানান, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি যখন দিল্লিতে নিবাসিত জীবন কাটাছিলেন, তখন ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দিল্লিতে এসেছিলেন। আবার ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান যখন লন্ডনে যান, তখনও তিনি সেই দেশেই অবস্থান করছিলেন। শেখ হাসিনা সরাসরি প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমার উপস্থিতি যদি তখন জিয়াউর রহমানকে আটকাতে না পারে, তবে আজ তাঁর ছেলে তারেক রহমানকে আটকাতে কেন দ্বিধা করছেন?’ গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে



প্রতিবাদী ছাত্র-যুবদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা। বৃথবার নয়াদিল্লিতে।

পুলিশি বর্বরতার নিন্দা রাহুলের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী আন্দোলনে शामिल পড়ুয়া এবং তরুণদের ওপর দিল্লি পুলিশের বর্বরতার অভিযোগকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-গেই ঐশ্বর্য্যারি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর সাফ কথা, তরুণ সমাজের কঠোর কঠোর করে আন্দোলন থামানো যাবে না। প্রতিবাদীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্দোলনকারীদের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাহুল নেওয়ার, সমস্ত প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে পরে অভিযুক্ত পুলিশকর্মী থেকে শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো যায়। সাংবাদিকদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। রাহুল বলেন, ‘এখানে একটাই কঠোর, একটাই আন্দোলন। এটা ভারতের কঠোর। এই কঠোরতার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।’

এদিকে বৃথবারও কংগ্রেস ও বামদের ছাত্র এবং যুব সংগঠনগুলির আন্দোলন ঘিরে উত্তপ্ত থাকল দিল্লি। এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআইয়ের সদস্যরা ফিরোজ শাহ রোড থেকে যন্ত্রমন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে। মাঝপথেই পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। এদিন রাহুলের সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া কেরলের বাসিন্দা আখিরার অভিযোগ, মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখানোর সময় আটক করার পর পুলিশের মারধরে তিনি একটি কানের শ্রবণশক্তি হারিয়ে

থাকল দিল্লি। এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআইয়ের সদস্যরা ফিরোজ শাহ রোড থেকে যন্ত্রমন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে। মাঝপথেই পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। এদিন রাহুলের সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া কেরলের বাসিন্দা আখিরার অভিযোগ, মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখানোর সময় আটক করার পর পুলিশের মারধরে তিনি একটি কানের শ্রবণশক্তি হারিয়ে

দিল্লি আপাতত উত্তালই

ফেলেছেন। রাহুল বলেন, ‘গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের জবাবে এমন আচরণের অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক।’ আখিরার অভিযোগ, তাঁকে যে বাসে তোলা হয়েছিল, সেখানে কোনও মহিলা পুলিশকর্মী ছিলেন না। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর তাঁকে কনট স্ট্রেন্স থানার সামনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে মুখ ও মাথায় বারবার আঘাত করা হয় বলে তাঁর দাবি। পরে আটককেন্দ্রের বেসমেন্টেও তাঁকে মারধর করা হয়েছিল বলে

অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর চোখ, কান ও শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত লেগেছে বলেও জানান আখিরা। এনএসইউআইআইয়ের মহিলা কর্মী খতু বারাল্লাও পুলিশের বিরুদ্ধে নিযাতনের অভিযোগ তোলেন। সমর্থ, ধর্মেস্ত্র ও অর্জুন নামে তিন তরুণ তাঁদের ওপর নিযাতনের বাশি বাজিয়ে শোনান। তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাহুল বলেন, ‘পুলিশের ডাভার জবাব ডাভা দিয়েই দেওয়া হচ্ছে।’

এদিন আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আপনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংকেও পুলিশ রাস্তা থেকে আটক করে। পরে সমাজমাধ্যমে তিনি দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিকে অমিত শা-কে তিনটি সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। কত জন অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে, কত জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কত জনকে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে, তার হিসাব চেয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ তুলে পরে আটককেন্দ্রের বেসমেন্টেও তাঁকে মারধর করা হয়েছিল বলে

ভোটের আগে ইরানে ফের হামলা!

ওয়াশিংটন, ১৪ অক্টোবর : সামনেই আমেরিকা এবং ইজরায়েলে নির্বাচন। আর তার আগেই কি ইরানে ফের বড় সামরিক অভিযান চালাবে দু-দেশ? মার্কিন স্বেচ্ছাসেবক অ্যান্ড্রিওস-এর একটি চাক্ষু্যাক প্রতিবেদন ঘিরে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা।

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সম্প্রতি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ইরান ফেরা তাদের পারমাণবিক পরিকাঠামো পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছে। এই পদক্ষেপে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন নেতানিয়াহু ট্রাম্পের কাছে ইরানে নতুন করে হামলার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রকাশ্যে নির্বাচনের আগে সামরিক অভিযানের কথা খারিজ করলেও, ট্রাম্প নাকি গোপনে

নেতানিয়াহুকে তৈরি থাকার বার্তা দিয়েছেন। তবে মার্কিন সরকারের একটি সূত্রের দাবি, ইরানে হামলা নিয়ে ট্রাম্প এখনও চরম দোঁটানায়। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ এবং সেন্টকম নেতৃত্ব যুদ্ধের পক্ষে সওয়াল করলেও, ট্রাম্পের কিছু

ট্রাম্প-নেতানিয়াহু ফোনালোপে জল্পনা

দীর্ঘ উপদেষ্টা সামরিক পদক্ষেপের বদলে কড়া নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। মঙ্গলবারও সৌদির জ্বালানি আচ্ছাদে পড়েছে ছুধিদের ক্ষেপণাস্ত্র। নিরাপত্তার কারণে দফায় দফায় ঠিকানা বদল করতে বাধ্য হচ্ছেন খোদ সৌদি যুবরাজ।

বোনাসে ৭৮ দিনের বেতন

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : উৎসবের মরসুমে রেলকর্মীদের জন্য সুখবর শোনা। কেন্দ্রীয় সরকার। বৃথবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে রেলকর্মীদের ৭৮ দিনের বেতন বোনাস হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরই দুর্গাপূজোর আগে যোগ্য রেলকর্মীদের কর্মদক্ষতাভিত্তিক বোনাস দেওয়া হয়। সেই ধারা অব্যাহত রাখা হল চলতি বছরেও। সরকারের তরফে বলা হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে অন্যান্য কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ভারতীয় রেল। রেকর্ড ১৬৭ কোটি টন প্যা পরিবহনের পাশাপাশি ৭৪ কোটি যাত্রী পরিবহণও করেছে। ৭৮ দিনের বেতন বোনাস হিসেবে দিতে খরচ হবে প্রায় ২০১০ কোটি টাকা। যোগ্য রেল কর্মচারীদের জন্য সর্বোচ্চ বোনাসের অঙ্ক ১৭৯৫১ টাকা। এর ফলে উদ্ভূত হচ্ছে প্রায় ১১ লক্ষ ৪০ হাজার রেলকর্মী।

দিল্লিতে আয়োজিত বিমস্টেক গোষ্ঠীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনেও এডিংয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন



হিসেবে নয়, কেবল বিমস্টেকের চেয়ারম্যান হিসেবে আমন্ত্রণ পাওয়ার তারা প্রতিনিধি পাঠায়নি। অন্যদিকে দিল্লি স্পষ্ট করে জানান, তারেক রহমানকে সম্মেলনের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য দ্যুটি পৃথক আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। এর পাশাপাশি সম্প্রতি ১৩ অক্টোবর

আহমেদ। ঢাকার প্রতিনিধিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র সচিব মজবুর মোর্শেদ চৌধুরী। পর পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বৈঠক এডিংয়ে যাওয়ার

কড়া সমালোচনা করে হাসিনা বলেন, ‘ব্রিকস নিছক কোনও সাধারণ কূটনৈতিক বৈঠক নয়, এটি উদীয়মান অর্থনীতিগুলির এক বিশাল যৌথ মঞ্চ। এই সম্মেলনে যোগ দিলে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিপুল সুযোগ উন্মুক্ত হত।’ ২০২৪ সালের আগাস্টে বাংলাদেশে সরকার পতনের পর থেকে দিল্লিতে রাজনৈতিক আশ্রয় অবস্থান করছেন হাসিনা। ঢাকা তাঁর প্রতাপর্শের দাবি জানিয়েছে এবং শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানকেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, জাতীয় স্বার্থ ও দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে কোনও বাস্তবিক রাজনীতির অধীন করা একেবারেই অনুচিত। নিজের বিরুদ্ধে ঘোষিত মৃত্যুদণ্ডের সাজা ও রাজনৈতিক জীবনের বুকি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গণতন্ত্র, ভৌতিকার এবং আইনি শাসন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি দ্রুত স্বদেশে ফেরার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

জিতল আর্সেনাল ■ হার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দাপুটে জয় বাসারি, নজির কেনের

ইস্তানবুল ও লন্ডন, ১৪ অক্টোবর: অপ্রতিরোধ্য বার্সেলোনা। লা লিগা হোক কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লামিনে ইয়ামালদের অশ্বমেধের দৌড় অব্যাহত।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বার্সেলোনা মুখোমুখি হয়েছিল গালাতাসারের। হ্যাঙ্গি ফ্লিকের দল ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তুরস্কের ক্লাবটিকে। অর্থাৎ ম্যাচের ২৮

গালাতাসারের বিরুদ্ধে স্কোরশিটে নাম তুললেন চার ফুটবলার। ৪৩ মিনিটে জোয়াও ক্যান্সেলো বাসারি হয়ে গোলশোধ করেন। ৫০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ফেরমিন লোপেজের। মিনিট তিনেক পরেই

ব্যবধান বাড়ান অ্যাথুনি গর্ডন। ৬৫ মিনিটে গালাতাসারের কফিনে শেষ পেরেকটি পৌঁতেন করিম আদেইমি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দশ ম্যাচে জয়। এই দশ ম্যাচে বাসারি গোল করেছে ৪৩টি।

ইউরোপীয় ফুটবল মহলে প্রশংসা, এই বাসারিকে থামাবে কে? তবে আবেগে ভাসছেন না বার্সেলোনা কোচ ফ্লিক। তাঁর

কথায়, ‘ফুটবল খুব দ্রুত পালটে যেতে পারে। তবে দলের বর্তমান পারফরমেন্সে খুশি। আমরা এখনও কোনও শিরোপা কিন্তু জিতিনি। সেই লক্ষ্যে কাজ করছি। মে-জুন মাস নাগাদ শিরোপা জয় সম্ভব।’

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে আর্সেনাল ৩-০ গোলে হারিয়েছে ফরাসি ক্লাব লিলেকে। গানার্সের হয়ে গোল করেন জুরিয়েন টিম্বার, এবেরেছি এজ়ে ও বুকায়ো সাকা। আরেক ইংলিশ ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অবধা ২-০ গোলে হেরেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের

কাছে। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে গোল করেন পাবলো ব্যারিসস ও আদেমোলো লুকম্যান।

অন্যদিকে, নরওয়ের ভাইকিং এফকে ৩-০ গোলে রুখে দিয়েছে বার্মিংহাম সিটি। ৩৮ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল জার্মানি ক্লাবটি। পরে ৫৪ ও ৬০ মিনিটে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। লিওনেল মেসিকে টপকে ৩০ বছর হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বাধিক ৩৬ গোল হয়ে গেল ইংরেজ তারকার। ৭১ মিনিটে বার্মিংহাম এগিয়ে দেন লুইস ডিয়াজ। ৯০ মিনিটে ভাইকিং এফকে গোল করা জয় হাতছাড়া হয় জার্মানি ক্লাবটির।

ফলাফল
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ২-০ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
আর্সেনাল ৩-০ লিলে
গালাতাসারে ১-৪ বার্সেলোনা
ভাইকিং ৩-০ বার্মিংহাম সিটি
ইন্টার মিলান ৩-৪ ক্লাব ব্রাগা
ভিয়ারিয়াল ৩-১ নাপোলি
আরবি লিপজিগ ১-০
পিএসভি আইন্দহোভেন
লেস ০-২ স্পোর্টিং লিসবন
সাবাহ ২-০ স্লাভিয়া প্রাগা

মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল বাসারি। আলেক্সে বার্তাকোভ করে গোল গালাতাসারকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বাকি সময়টা জুড়ে বাসারি রহিত।

রবার্ট লেওয়ানডস্কি ও ফেরান তোরেস ক্লাব ছেড়েছেন। চোটের জন্য রাফিনহা নেই। তাহলে গোল করবে কে? বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, গোল করার লোকের অভাব নেই।



জোড়া গোলের উল্লাস হ্যারি কেনের।



গোল নষ্ট করে মাথায় হাত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ব্রায়ান এমবিউমোর।



মালদা প্রিমিয়ার লিগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্যে তারকার সমাবেশ। ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। ছবি: ডি মণ্ডল

মালদা প্রিমিয়ার লিগ শুরু ১০ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ১০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মালদা প্রিমিয়ার লিগ। চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে মোট আট দল। এই আটটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। আইপিএলের ঢংয়েই এই প্রতিযোগিতা হবে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক অভিজাত হোটেলে হয়ে গেল মালদা প্রিমিয়ার লিগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। চৌধুরী করাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে মালদা প্রিমিয়ার লিগের মাসকট ‘আমুদী’-র উদ্বোধন হয়েছে আজ। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান। প্রতিযোগিতার আয়োজকদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার। শুধু তাই নয়, ১০ ডিসেম্বর মালদা প্রিমিয়ার লিগের শুরুর দিন তিনি সেখানে হাজির হবেন বলেও জানিয়েছেন ধাওয়ান।

অনুশীলন না করে মাঠ ছাড়লেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা

সুখিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : বুধবার উপস্থিত হলেও হটাইল অনুশীলন না করে মাঠ ছাড়লেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। যা নিয়ে তেরি হল রহস্য ও সংশয়।

বুধবার এনসিই-তে দলের অনুশীলন ডাকা হয় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ। সামনেই ১৮ অক্টোবর গোয়াতে চার্লি ব্রাদার্সের

নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে দেখা যায়। ৬.১৫ নাগাদ কিছু ফুটবলার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। বাকিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিনিট পনেরো পর মাঠ ছাড়েন। এরপর আর অপেক্ষা করেননি কোচও। তিনিও তাঁর সহকারীদের নিয়ে চলে যান। পরে দলের একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, ফুটবলাররা নাকি ৩ মাস বেতন পাননি। যা তারা কোচকে জানান এবং বলেন, এই অবস্থায় তাঁদের পক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব নয়। কোচ আপত্তি করেননি। তিনি বলেন, ফুটবলাররা যা সঠিক মনে করবেন সেটাই হবে। তবে এই বিষয়ে কোচ-ফুটবলাররা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ক্লাব কতদূর সঙ্কে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁদের ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে ফুটবলাররা যে জুলাই মাসের পর থেকে বেতন পাননি, এই গুঞ্জন আগেই ছিল। এমনকি আন্ড্রেনিও লোপেজ হাবাসেরও নাকি বেতন বাকি। ইমামি চলে যাওয়ার পর এখনও কোনও বিনিয়োগকারী নেই ইস্টবেঙ্গলে। সবমিলিয়ে আইএসএল শুরুর মুখেই আর্থিক সমস্যায় গতবাদের চ্যাম্পিয়নরা। এর আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বারবার সাহায্যের হাত



চেষ্টা করেও গোল পেলেন না লুকাস জোলিনস্কি।

বাড়িয়ে দিলেও এবারের সরকারকে বহু চেষ্টা করেও পাশে পাননি ক্লাব কর্তার। বারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হতে দেখা গিয়েছে ক্লাবের এক শীর্ষ কর্তাকে। শোনা যাচ্ছিল, অল্প টাকার একজন বিনিয়োগকারী তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত যে হয়নি, এদিকের ঘটনা তাঁর প্রমাণ। এমনকি দলের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও চাকরি ছাড়তে চাইছেন বলে খবর। এখন এই পরিস্থিতি কীভাবে ক্লাব কর্তার সামাল দেয়, সেটাই দেখার।

এদিকে, এসবের পরেও মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রত্যর্থে অসাধারণ প্রদর্শন ছিল ডেভিড লালহালানসাদাদের। তবে সস্ত্রীত প্রায় প্রতি ম্যাচেই দেখা যাচ্ছে, বিরতির পর ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্স গ্রাফ কেন যেন পড়ে যাচ্ছে। যার ফলে আল হুসেইন ম্যাচেও দ্বিতীয়ার্থে দুই গোল খেয়ে জেতা ম্যাচ ড্র। আর এবার তো শূন্য হাতে ফিরতে হল। এই জায়গাটা হাবাসের মতো অভিজ্ঞ কোচ কেন মেরামত করতে পারছেন না, পরিষ্কার নয়। তবে রোগটা ধরতে পেরেছেন বলেই মনে হল, ইস্টবেঙ্গলের জয় প্রাপ্য ছিল না। প্রতি ম্যাচেই আমরা প্রথমার্ধে খেলছি আর পরের ৪৫ মিনিটে হারিয়ে যাচ্ছি। এই ভুল শুধরে নিতে হবে। ডিফেন্স এমন কিছু ভুল হচ্ছে যার খোঁসারত দিতে হচ্ছে। তেমনি আক্রমণভাগেরও ধারাবাহিকতা দরকার। তবে প্রতিপক্ষ নয়, আপাতত তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ অন্দরের সমস্যার সমাধান করে আইএসএল অভিযান শুরু করা।



অনুশীলনে ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : অনুশীলনে নামলেন জেমি ম্যাকলারেন। কিন্তু আদৌ খতি ফিরল কি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে?

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে হার। গোল মিসের ব্যা। সমালোচনায় বিদ্ব বাগান শিবির। চাপে কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস। গোল খরা কাটাতে

তড়িঘড়ি দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে অজি গোলমেশিন ম্যাকলারেনকে।

বুধবার থেকে দিল্লি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করেছে মোহনবাগান। দলের সঙ্গে হালকা অনুশীলন করেন ম্যাকলারেন। মূলত রিহাব করলেন তিনি। এখনও ম্যাচ ফিট নন মাঝ। দিল্লি এফসি ম্যাচে তাঁর খেলায় সজ্জাবাদ কম। বৃহস্পতিবার অনুশীলনের পরেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ প্যানাস। এই ম্যাচ তাঁর কাছে অগ্নিপরিীক্ষা। জিততে পারলে এই যাত্রায় রেহাই পাবেন গ্রিক কোচ। হারলে কোচ সারানোর দাবি আরও জোরালো হবে।

মহমেদানে দেজান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : মহমেদান স্পোর্টিং ক্লাবের টেকনিকাল ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন দেজান অ্যান্টোনিক। উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী এই সার্বিয়ান কোচ হংকং, ইন্দোনেশিয়ায় বেশ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। খুব শীঘ্রই নয়া কোচের নামও ঘোষণা করতে পারে মহমেদান। শোনা যাচ্ছে, ভারতে কাজ করা এক স্প্যানিশ কোচকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

হুমকি ধাওয়ানের

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : বিনা সম্মতিতে তাঁর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। যে অভিযোগে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ইশিয়ারি দিলেন শিখর ধাওয়ান। ‘ওয়ার্ল্ড চিঃ কন্টিনেন্ট কাপ’ ফ্র্যাঞ্চাইজির লিগের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার। কিন্তু তারপরও তাঁর নাম ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ব্যবহার করা হচ্ছে। এব্যাপারে কোনও রকম অননুমতি নেওয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ ধাওয়ান যা নিয়ে আইনি পদক্ষেপে হুমকি দিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার লিখেছেন, ‘ওয়ার্ল্ড চিঃ কন্টিনেন্ট কাপ-এ অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থাৎ, আমাকে কিছু জানানোই হয়নি।’ অনুমতিও নেওয়া হয়নি। আমার আইনি টিম বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।’

করুণের শতরানে ড্র কণাটিকের

বিজয়ওয়াড়া, ১৪ অক্টোবর : জাতীয় দলে ফেরার দ্বিতীয় সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও ছুটছেন করুণ নায়ায়। এই বর্ষায়ান তারকার কাছে চেপেই রনজি ট্রফিতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ড্র করল কণাটিক।

১৭৬/৪ স্কোর নিয়ে মাত্র ৩২ রানে এগিয়ে থেকে বুধবার নেমেছিল কণাটিক। অধিনায়ক রবিচন্দ্রন স্মরণ গতকালের ২১-এর সঙ্গে কোনও রান যোগ করার আগেই আউট হন। এখান থেকেই দলকে বাঁচানোর লড়াই শুরু হয় করুণের (অপরাজিত ১৫৫)। উলটোদিকে বারবার মুখ পরিবর্তন হলেও করুণকে টলাতে পারেননি অন্ধ্রর বোলাররা। ৩৩৭/৯ স্কোরে দ্বিতীয় ইনিংস কণাটিক ডিক্লেয়ার করার পর অন্ধ্রর জয়ের টার্গেট দাঁড়ায় ১৯৪। অজ্ঞ ১০৪/৪ স্কোরে পৌঁছানোর পর আত্মসম্মতির

ম্যাচের পরিসমাপ্তি টেনে দেন। অন্যদিকে, পুদুচেরির বিরুদ্ধে বিদর্ভের ১৬০ রানের বিশাল জয়ের নায়ক বাঁহাতি অফস্পিনার হর্ষ দুবে। এদিন ১৭৫/৩ স্কোরে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে দিল বৃষ্টি। এদিন জিততে হলে জম্মুকে ৩২৬ রান করতে হত। কিন্তু আবেশ খান (৩০/৩) ও আরিয়ান পাণ্ডের (৩৩/৩) দাপুটে তারা ৮৮/৭ স্কোরে ঝুঁকছিল। তবে



বিদর্ভ। ২৯১ রানের জয়লক্ষ্যে নামা পুদুচেরিকে দ্বিতীয় ইনিংসে ভাঙেন হর্ষ (২৯/৪)। তাকে যোগ্য সংগত করেন পার্থ রেখাডে (৪৩/৩)। কলে পুদুচেরি ১৩০ রানে গুটিয়ে যায়।

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে দিল বৃষ্টি। এদিন জিততে হলে জম্মুকে ৩২৬ রান করতে হত। কিন্তু আবেশ খান (৩০/৩) ও আরিয়ান পাণ্ডের (৩৩/৩) দাপুটে তারা ৮৮/৭ স্কোরে ঝুঁকছিল। তবে

বিদর্ভের জয়ের নায়ক হর্ষ

এরপর বৃষ্টি নামায় ম্যাচ ড্র হয়ে যায়।

রবীন্দ্র জাদেকার অলরাউন্ড পারফরমেন্সের পরও ছতিশগড়ের বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট তুলতে পারেনি সৌরাষ্ট্র। ১২৫ রানের লিড নিয়ে এদিন সৌরাষ্ট্র দ্বিতীয় ইনিংসে নেমেছিল। ২২৯/১ স্কোরে তারা দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। ১২৭ রানে অপরাজিত থাকেন চিরাগ জিনি। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে তিন পয়েন্ট পেয়েছেন জাদেকার।

রনজি ট্রফিতে শতরানের পর কণাটিকের করুণ নায়ায়। বুধবার।

আজ দিল্লি যাচ্ছে টিম বাংলা

দলে ফিরলেন শাহবাজ, আছেন সামিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৪ অক্টোবর : দিল্লির দখল নিয়ে রনজি অভিযান শুরুর পর বৃহস্পতিবারই দিল্লি উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। আগামী রবিবার থেকে দিল্লির পালানোর মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রনজি ম্যাচ খেলতে নামবেন অভিমন্যু ঈশ্বরপুরা। তৃতীয় ম্যাচ কেরলের বিরুদ্ধে। খেলা হবে তাদেরই মাঠে। আসন্ন দুই অ্যাওয়ে ম্যাচের লক্ষ্যে বুধবার সন্ধ্যায় কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সাক্ষাৎরেই বাংলা দল নিবর্তন হয়ে গেল। চোট সারিয়ে ১৮ সদস্যের বাংলা স্কোয়াডে ফিরলেন শাহবাজ আহমেদ। মহম্মদ সামিকেও সার্ভিসেস ম্যাচে পাওয়া যাবে বলে খবর। আগামীকাল সকালে অভিমন্যু, অভিষেক পোডেলদের সঙ্গে সামিও দিল্লি যাচ্ছেন। যদিও মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপকে আসন্ন দুই অ্যাওয়ে ম্যাচে পাওয়া যাবে না। ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন মুকেশ-আকাশ। দল নিবর্তনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, ‘মুকেশ-আকাশদের পাওয়া যাবে না, আগেই সবাই জানতাম। যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই আমাদের সামনে তাকাতে হবে। মরশুমের শুকটা খুব ভালো হয়েছে। এখন কে আছে, কে নেই, এসব নিয়ে না ভেবে আমাদের সামনে তাকাতে হবে।’



অনুশীলনে ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : মহমেদান স্পোর্টিং ক্লাবের টেকনিকাল ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন দেজান অ্যান্টোনিক। উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী এই সার্বিয়ান কোচ হংকং, ইন্দোনেশিয়ায় বেশ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। খুব শীঘ্রই নয়া কোচের নামও ঘোষণা করতে পারে মহমেদান। শোনা যাচ্ছে, ভারতে কাজ করা এক স্প্যানিশ কোচকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

সার্ভিসেস ও কেরল ম্যাচের যোষিত বাংলা দল

অভিমন্যু ঈশ্বরপুরা (অধিনায়ক), সুদীপ ঘরামি (সহ অধিনায়ক), সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক পোডেল, শাহবাজ আহমেদ, সাকির হাবিব গান্ধি, অন্ধুর পাল, সমস্ত গুপ্ত, অজিত শুক্লা, শুভম চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ সামি, সুরজ সিং জয়সওয়াল, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, আমির গনি, মহম্মদ কাইফ, সৌম্যদীপ মণ্ডল, করণ লাল ও গীত পুরী।

সানরাইজার্সে প্রত্যাবর্তন নটরাজনের

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর : দিল্লি ক্যাপিটালসে ২ বছর কাটানোর পর পুরোনো দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদে প্রত্যাবর্তন ঘটল থন্দরাস নটরাজনের। ২০২০-২০২৪, টানা ৫ বছর সানরাইজার্সে খেলেছেন। সাফল্যও পেয়েছেন। ২০২৪ সালে দলকে ফাইনালে তোলার অন্যতম কারিগর। দলের পক্ষে সর্বাধিক ১৯ উইকেট (নেন)। ২০২০ মেগা লিগের আগে নিলামে ১০.৭৫ কোটিতে নটরাজনকে দলে

আইপিএল কনক্রেড স্থগিত

নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির সঙ্গে ট্রেডের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকায় এবার পুরোনো সদস্য নটরাজনকে দলে ফেরাল ক্যাপা মারানের ফ্র্যাঞ্চাইজি। বদলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের থেকে সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি পেল লেগস্পিনার জিশান আনসারিকে।

এদিকে, আগামীকাল হওয়ার কথা থাকলেও স্থগিত করা হল আইপিএল কনক্রেড। মূলত পরবর্তী আইপিএলের সূচি সহ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য মুম্বইয়ে এই কনক্রেড ডাকা হয়েছিল। প্রবর্ত দলগুলি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে শীঘ্রই আইপিএল পর্যালোচনা বোর্ডের সূচি প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

হুমকি ধাওয়ানের

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : বিনা সম্মতিতে তাঁর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। যে অভিযোগে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ইশিয়ারি দিলেন শিখর ধাওয়ান। ‘ওয়ার্ল্ড চিঃ কন্টিনেন্ট কাপ’ ফ্র্যাঞ্চাইজির লিগের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার। কিন্তু তারপরও তাঁর নাম ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ব্যবহার করা হচ্ছে। এব্যাপারে কোনও রকম অননুমতি নেওয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ ধাওয়ান যা নিয়ে আইনি পদক্ষেপে হুমকি দিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার লিখেছেন, ‘ওয়ার্ল্ড চিঃ কন্টিনেন্ট কাপ-এ অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থাৎ, আমাকে কিছু জানানোই হয়নি।’ অনুমতিও নেওয়া হয়নি। আমার আইনি টিম বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।’

হোপ বিস্ফোরণে পার্টি পণ্ড গম্ভীরের

হায়দরাবাদ, ১৪ অক্টোবর : গৌতম গম্ভীরের জন্মদিনের পার্টি পণ্ড।

হেডসারকে বৃথাবাই সিরিজ উপহার দেওয়ার শ্রেয়স আইয়ারদের পরিকল্পনায় জল ঢাললেন শাই হোপ এবং তাঁর দল। বিস্ফোরক শতরানে জয়ের ভিত গড়ে দেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। কেমো পলের দূরন্ত বোলিংয়ের সামনে সঞ্জু স্যামসন, তিলক ডার্মারা চেষ্টা চালিয়েও যে ছবিটা বদলাতে পারেনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৪৭/৩ স্কোরের জবাবে ভারত ২২৩-এ থমকে যায়। ২৪ রানে ভারত বধ। চার ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ২-২। শনিবার সপ্তমীর রাতে বেঙ্গালুরুতে শেষ ম্যাচেই সিরিজের ফয়সালা।

পাঁচ শিকার কেমো পলের

শ্রেয়স টসে জিতে বোলিং নিলেও হোপের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের দাপটে যা বুমেরাং। ৫০ বলে হোপের অপরাধিত ১০২। মায়াক্স যাদব (৫২/০), অর্শদীপ সিং (৫২/১), অক্ষর প্যাটেলরা (৪৫/১) বার্থ শেরফানে রাদারফোর্ড (২৬ বলে অপরাধিত ৪৯), শিমরন হেটমায়ারদের (১২ বলে ৩৩) সামলাতেও। ভারতের একাধিক ক্যাচ মিস ও অনিয়ন্ত্রিত বোলিং কাজে লাগিয়ে ২৪৭/৩-এ পৌঁছে ম্যাচ কার্যত নিশ্চিত করে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অতীতে এত রান তড়া করে জেতার নজির নেই ভারতের। সবাধিক ২০৯ রান করে দুইবার জয় এসেছে। আজ ইতিহাস উলটে

দেওয়ার চালেঞ্জ নিতে বার্থ গম্ভীরের দল। ইনিংসের প্রথম বলে বাউন্ডারি হাকিয়ে অবশ্য সঞ্জু শুভ সূচনা করেছিলেন। ঝড় বজায় ছিল পাওয়ার প্লে জুড়ে। ১৯ বলে ভারতের ৫০। ২০ বলে পঞ্চম সঞ্জুর। অভিষেক তখন সবে ২।

কিন্তু কেমো পল (৪১/৫) আক্রমণে আসতেই ম্যাচের ভাগ্য বদল। পঞ্চম ওভারে কেমোর জোড়া ধক্কায় সঞ্জুকে ঘিরে তৈরি হওয়া আশার ফানুশ ভেঙে চুরমার। প্রথম বলে সঞ্জুর ইনিংসে ইতি। শরীর বাউন্ডারি লাইন ছুঁতে পারে বুঝে বল মাঠের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ক্যাচ তালুবন্দি করেন হেটমায়ার। গ্যালারিতে হা-হুতাশ, ডাগআউটের পথে সঞ্জু (২৩ বলে

৫৬)। চতুর্থ বলে কেমোর বোলায় ঈশান কিয়ানও। হালকা ক্লিক সোজা ভিপি মিড উইকেটে দাঁড়ানো জুয়েল অ্যান্ডার হাতে।

পাওয়ার প্লে-র হিসেবে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে (৭৯/১) পিছনে ফেলে ভারত পৌঁছে যায় আশিহে। রানের গতি ঠিক থাকলেও পরপর ঈশান (৬), শ্রেয়স (১৬), অভিষেক (২৯), নমন ধীরকে (০) হারিয়ে ব্যাকফুটে চলে যায় ভারত। এগারো ওভারের বেশি ক্রিকে টিকে থাকলেও আজ যেন নিজের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন অভিষেক। এক

রানের জুটি গড়ে আশা দেখালেও শেষরক্ষা হয়নি।

এদিন ইন্দোরে জয়ী একাদশ ধরে রাখে ভারত। ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডে জোড়া পরিবর্তন- জুয়েল ও রোমারিও শেফার্ডের প্রত্যাবর্তন। জুয়েলকে (২১) নিয়েই ২৬ বলে ৫২ রানের জুটিতে ভারতের বোলিং ছক ভাঙার কাজ শুরু হোপের। জুটি ভাঙেন অক্ষর। রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে মিস করে লেগবিগের জুয়েল। ক্যারিবিয়ান ইনিংসে যদিও ছন্দপতন ঘটেনি। উলটে হেটমায়ার (৩৩), রোডমান পাওয়েলদের (২৪) সঙ্গে নিয়ে তা আরও বাড়িয়ে দেন হোপ।

পাওয়ার প্লে-তে ৭৯/১। ৭.৪ ওভারেই একশো পার ক্যারিবিয়ান ইনিংস। হেটমায়ার ক্রিকে নেমেই স্বমজাজে। ২০ বলে হাফ সেঞ্চুরির জুটিও গড়ে ফেলেন। যা মারছিলেন ছিটকে যাচ্ছিল বাউন্ডারিতে। মিস হিটেও একই পরিণতি। শেষপর্যন্ত প্রিন্স যাদবের নিয়ন্ত্রিত পেসে হেটমায়ার আতঙ্ক দূর। সোজা চালাতে গিয়ে ক্যাচ সোজা বোলারের হাতে। হেটমায়ারের হত্যাশা নিয়ে ফেরা আর প্রিন্সের ঈশ্বর-প্রণাম, বিপরীত দুই ছবির মেলবন্ধন।

অর্শদীপের বোলায় পাওয়েল। হোপকে যদিও থামানো যায়নি। ক্রিকেটীয় শটের ডালি সাজিয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। চলতি সফরে ওডিআই সিরিজের করেছিলেন ১২, ১০৪, অপরাধিত ১৬২। টি২০-তে ৫২, অপরাধিত ১০২, ৫-এর পর আজ ৫০ বলে অপরাধিত ১০২। ভারতের বিরুদ্ধে ভারতে সবাধিক সেঞ্চুরি (৭টি) রেকর্ডও গড়েন এবি ডিভিলিয়্যার্স (৬টি) ও স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডসদের (৫টি) পিছনে ফেলে। ৪টি বাউন্ডারির পাশে ৯টি ছক। চতুর্থ উইকেটে ৪৬ বলে ৯১

রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি রাদারফোর্ডের (অপরাধিত ৪৯) সঙ্গে। ইনিংসের শেষ বলে ছক্কা হাকিয়ে ৯৬ থেকে একশোয় পা। হোপের তৈরি যে 'লক্ষ্মণরেখা' অতিক্রম করতে পারেনি শ্রেয়সরা।

স্কোরবোর্ড	
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	
হোপ অপরাধিত	১০২
অ্যান্ড্রু এলবিউরিউ বো অক্ষর	২১
হেটমায়ার ক ও বো প্রিন্স	৩৩
রোডমান ক সঞ্জু বো অর্শদীপ	২৪
রাদারফোর্ড অপরাধিত	৪৯
অভিষেক	১৮
মোট (৩ উইকেট, ২০ ওভার) ২৪৭	
উইকেট পতন : ৫২/১, ১১০/২, ১৫৬/৩।	
বোলিং : মায়াক্স ৪-০-৫২-০, অর্শদীপ ৪-০-৫২-১, প্রিন্স ৪-০-৩৬-১, অক্ষর ৪-০-৪৫-১, নমন ১-০-১৯-০, নীতীশ ৩-০-৩৯-০।	
ভারত	
সঞ্জু ক হেটমায়ার বো কেমো	৫৬
অভিষেক ক স্পিংগার বো মোতি	২৯
ঈশান ক অ্যান্ড্রু বো কেমো	১৬
শ্রেয়স ক অ্যান্ড্রু বো স্পিংগার	৩৬
তিলক ক রোডমান বো শেফার্ড	৪০
নমন সা হোপ বো মোতি	৪৩
নীতীশ ক রোডমান বো কেমো	৪১
অক্ষর ক রাদারফোর্ড বো কেমো	৪৩
প্রিন্স বো কেমো	৫
অর্শদীপ রিচার্ডস হাট	৫
মায়াক্স অপরাধিত	২৪
অভিষেক	২৪
মোট (৯ উইকেট, ১৯.৩ ওভার) ২২৩	
উইকেট পতন : ৬০/১, ৬৭/২, ৯৭/৩, ১৩০/৪, ১৩০/৫, ২০০/৬, ২২১/৭, ২২২/৮, ২২৩/৯, ২২৩/৯*	
বোলিং : চেজ ৪-০-৪৩-০, শামার ২-৩-০-৪৭-০, শেফার্ড ৩-০-৩২-১, কেমো ৪-০-৪১-৫, স্পিংগার ৪-০-৪০-১, মোতি ২-০-১৩-২।	
ফল : ২৪ রানে জয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ	
ম্যাচের সেরা : শাই হোপ	

ঋষভের পথে ঈশান-কাঁটা, দাবি জাকেরের

অভিষেকে গেইলকে দেখছেন পূজারা

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া 'সিল্লার কিং'।

যুবরাজ সিংয়ের গুরুমস্ত্রে তাঁর পথেই হটিছেন 'ছাত্র' অভিষেক শর্মা। ব্যাট হাতে ক্রিকেট মানে ঋষভের সম্ভাবনা। বোলারদের মধ্যে কাপুর্নি। এহেন অভিষেকের মধ্যে ক্রিস গেইলকে খুঁজে পাচ্ছেন চেতেশ্বর পূজারা। তার কথায়, অভিষেক যেভাবে ব্যাট ঘোরায়ে, তা 'ইউনিভার্স বস'-কে মনে করিয়ে দেয়।

ইন্দোরে তৃতীয় ম্যাচে ক্যারিবিয়ান বর্ষের পথে ১৮ বলে ১৪তম অর্ধশতরান পূরণ করেন অভিষেক। যে ইনিংসের প্রশংসায় পূজারা বলেছেন, 'কেউ ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি এই উচ্চতায় পৌঁছে যাবে ও। যেভাবে খেলছে অভিষেক, আমার ধারণা ভারতের হয়ে খেলা অন্যতম সেরা টি২০ প্লেয়ার ও।' গেইলের সঙ্গেও তুলনা টেনে আনেন।

পূজারার কথায়, 'টি২০ নিয়ে কথা বলতে বসলে গেইলের নাম মনে আসে। অভিষেকের মধ্যে সেই জাদু রয়েছে। ব্যাট হাতে পরিণতবোধের ছাপ রাখছে। ইন্দোরে ইনিংসটা যেমন, প্রতিপক্ষকে বুঝে নিয়ে, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরছে। ব্যাটিংয়ে উন্নতির ছাপ পরিষ্কার।' ইন্দোরে ৬৯ রানের সুবাদে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাডিয়া, লোকেশ

রাহুলের পর ঋষ ভারতীয় হিসেবে দুই হাজার টি২০ রানের ক্লাবে পা রাখেন। বিশ্ব ক্রিকেটে যা দ্রুততম।

এদিকে, ঈশান কিয়ানের দূরন্ত প্রত্যাবর্তনকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত আরেক প্রাক্তন ওয়াশিংটন জাফর। একইসঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ঋষত পন্থের কেরিয়ার নিয়ে। প্রাক্তন ভারতীয় টেস্ট ওপেনারের মতে, ঈশান যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে ঋষত তাঁর খেলায় উন্নতি না ঘটতে পারলে সমস্যায় পড়বে। জাফর বলেছেন, 'ঈশান ক্রমশ তাঁর খেলায় উন্নতি করছে। একসময় ঈশানের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল



২৯ রানে আটকে গেলেন অভিষেক শর্মা। বৃথাবার হায়দরাবাদে।

ঋষত। কিন্তু সেই ব্যবধান কমিয়ে ফেলেছে ঈশান। রনজি ট্রফি হোক বা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ বা আইপিএল- ঋষভকে প্রতিটি মঞ্চকে কাজে লাগাতে হবে। নাহলে সমস্যা হবে। ঈশানের পাশাপাশি ধ্রুব জুরেলও কিন্তু প্রবলভাবে রয়েছে। উইকেটকিপার-ব্যাটারের লড়াইয়ে।

ঈশানকে নিয়ে জাকেরের আরও দাবি, শুধু উইকেটকিপার-ব্যাটার নয়, স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবেও জায়গা করে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ওডিআই ফর্ম্যাট হোক বা টি২০-তে তিক সেটাই ঘটছে। টি২০-তে সঞ্জু কিপিং করলেও দলে ঈশান। ওডিআইয়ে লোকেশ রাহুল উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে অগ্রাধিকার পেলেও শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে ঈশান। জাকেরের দাবি, খুব কম ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের এই ক্ষমতা রয়েছে।

ঋষভের পারফরমেন্স কিছুটা নিম্নমুখী হলেও জাকেরের বিশ্বাস ছবিটা দ্রুত বদলাবে। আরও বলেছেন, 'ম্যাচ জেতানো বা দিল্লিতে ব্যবধান গড়ে দেওয়া বেশ কিছু পারফরমেন্স রয়েছে ওর। নাইটিসে অনেকবার আউট রয়েছে। নাহলে আরও ১০-১২টা শতরান হয়ে যেত। ছোট কেরিয়ারের ঋষভের প্রভাব অনস্বীকার্য। চাপের মধ্যে যেসব ইনিংস খেলেছে, তা আডাম গিলক্রিস্টের পর উইকেটকিপারদের থেকে খুব কম দেখা গিয়েছে।'

চ্যাম্পিয়ন মামা ভাগিনা

হলদিবাড়ি, ১৪ অক্টোবর : জেএসকে কুড়ারপার পরিচালিত ৮ দলীয় ফুটবলে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল মামা ভাগিনা দল।

বৃথাবার কুড়ারপারের মাঠে আয়োজিত ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ১-০ গোলে জিতেছে দুই ভাই একাদশের বিরুদ্ধে। নিখারিত সময়ে ম্যাচে কোনও গোল হয়নি।

উত্তরের খেলা

জোন পর্যায়ে বালুরঘাট

বালুরঘাট, ১৪ অক্টোবর : কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সিআইএল কাপ ফুটবলে জোন পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেলে বালুরঘাট হাইস্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার তারা শিলিগুড়িতে জোনাল চ্যাম্পিয়নশিপে মালদার মানিকোরা হাইস্কুলের মুখোমুখি হবে। গত মাসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বালুরঘাট।



'ডি' লাইসেন্স পাশ করার পর সুমিতা রায় (বায়ো)।

'ডি' লাইসেন্স পাশ সুমিতার

ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : ফুটবল কোচিংয়ের 'ডি' লাইসেন্স পাশ করলেন ধূপগুড়ির সুমিতা রায়। ধূপগুড়ির দেওয়ালির বাসিন্দা সুমিতা বাবাসতে পাঁচদিনের 'ডি' লাইসেন্স কোর্সিং ক্যাম্পে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। রাত্য়ের মোট ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন। ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের প্রশিক্ষক ইয়ান ল-এর তত্ত্বাবধানে শিবিরিং হয়েছিল।

Reliance

দুই বছর

iPhone 17 Pro

256 GB

Starting at

₹56990*

iPhone 17 Pro Max

256 GB

Starting at

₹71990*

iPhone Air

MRP (256 GB) ₹149900

Our Exclusive Price ₹102990

Exchange Bonus ₹20000*

Bank Cashback ₹3000*

Effective Price (incl Exchange Bonus + Bank Cashback) ₹79990*

*Get additional exchange value on your old Apple or Android device

oppo F35 Series

6 GB | 128 GB

₹38999

₹35099*

*Price Post Promo, Cashback and Exchange Bonus

LOWEST PRICE EVER

3 Year

109 CM (43)

FHD SMART

Google TV

₹19999*

Also available 81 cm (32) HD at ₹13999*

*Prices after bank cashback

SONY BRAVIA 2

Range starts from ₹55990*

INSTANT CASHBACK ₹7,500*

1 EMI FREE

3 YEARS WARRANTY

ACER ASPIRE 3

Intel® Core™ Celeron

8 GB | 256 GB SSD

₹67999

₹29999*

DELL 13 XPS

Intel® Core™ 5 Series 3

8 GB | 512 GB SSD

₹100809

₹74999*

LENOVO LOQ

RTX 6 GB 3050

₹146790

₹83499*

*Price after all discounts & cashback

কানেক্ট হোক মনের সাথে, সেলিব্রেট করুন টেকের সাথে

FESTIVAL OF ELECTRONICS

শুভ শারদীয়া

₹20000 নিশ্চিত এক্সচেঞ্জ বোনাস*

পর্বত

50% ছাড় 2য় প্রোডাক্টের উপর*

₹30000 ডিসকাউন্ট*

অগ্রণী ব্যাকের কার্ডের এবং কনজুম্যার লোনের উপরে

#CelebrateWithNoExcuses

₹15,000 ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট*

SBI card

ন্যূনতম লেনদেন: ₹15,000। এছাড়া ইএমআই লেনদেনের উপরেও প্রযোজ্য।

বৈধতার মেয়াদ: 14 অক্টোবর - 20 অক্টোবর 2026। শর্তাবলী প্রযোজ্য।

digital

PERSONALISING TECHNOLOGY

www.reliancedigital.in

dyson

VACUUM CLEANER BIG BALL

₹14990*

₹43900

*On purchase of ₹50000 & Above

SONY

1000X55 BT HEADPHONE

₹15990*

₹43900

*Prices after bank cashback

Reliance

Meta

WAYFARER GEN1

₹17999*

₹32100

FRONT LOAD

LG 7 Kg

₹30990*

₹32990*

TOP LOAD

VOLTAS 6.5 Kg

₹11990*

₹15490*

SEMI AUTOMATIC

LG 7 Kg

₹11990*

₹12990*

HAIER 8 Kg

₹32990*

WHIRLPOOL 7 Kg

₹15490*

WHIRLPOOL 7.5 Kg

₹12990*

*Prices after bank cashback & under exchange.

BENEFITS

CASHBACK UP TO ₹9000* + EXCHANGE BENEFIT UP TO ₹3000*

Get Gifts worth up to ₹12490*

UPSIZED & UPGRADE

₹16990

EMI of ₹1994*

ABOVE 300L

₹26990

EMI of ₹1994*

SIDE BY SIDE

₹39990

EMI of ₹2994*

SINGLE DOOR

₹11990*

EMI of ₹994*

₹13990*

EMI of ₹994*

₹15990*

EMI of ₹994*

*Prices inclusive of cashback & exchange offers

সর্বনিম্ন মূল্য*

ইজি ইএমআই

14 দিনের ইজি রিটার্ন

সর্বাধুনিক টেক-এর বিশাল সম্ভার

ফ্রি ডেলিভারি* দ্রুততর ইনস্টলেশন*

স্ক্যান করুন QR কোডটি

SCAN TO VISIT WEBSITE OR STORE

কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত

MY JIO

Jio DIGITAL LIFE

Unless specified, the retail prices shown are for 3 unit of the product.

*Terms & Conditions Apply: SBI CARD: CC Non-EMI: 7.5% discount up to ₹5,000 on transactions of ₹15,000 & above. Flat Rs. 3,000 discount on a minimum transaction of ₹50,000 & above. Flat Rs. 5,000 discount on a minimum transaction of ₹1,00,000 & above. Flat Rs. 10,000 discount on transactions of ₹2,00,000 & above. CC Non-EMI shall refer to Credit Card Full Swipe, CC EMI shall refer to Credit Card EMI. & above. Flat Rs. 7,000 discount on a minimum transaction of ₹1,00,000 & above. Offers applicable on purchase of select product & brands only. Offer is applicable across Reliance digital, My Jio Stores, JioMart Signature stores & www.reliancedigital.in from 14th to 20th October 2026. For the purpose of this offer, CC Non-EMI shall refer to Credit Card Full Swipe, CC EMI shall refer to Credit Card EMI. Consumer Durable Loan Up to 30,000 Cashback on LCD, Laptop, AC, Ref, Washing Machine & Mobile Phone with Bigg Boss. Offer validity: 14th Oct 20 to 20th Oct 2026. Offer valid in select states/cities. For more details contact in-store finance executive. For Paper Finance, benefit shall be given to the customer in form of cashback which shall be posted by respective financier as per their terms. Finance Offer wherever applicable is at the sole discretion of the financing company. Brand Offers: Offers applicable on brands are sole discretion of the respective brands. *GST will be applicable on all the FREE products. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Mumbai only.